ইউক্রেন-গাজা যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের প্রতি আস্থা এরদোগানের

● ● ● ●

সারে-জমিন

আবাস তালিকায় এক ব্যক্তির ৫বার নাম

রূপসী বাংলা

ট্রাম্পের জয় কি রক্ষণশীল আমেরিকার প্রতিশোধ

সম্পাদকীয়

মহরাষ্ট্রে বড়ঞার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

সাধারণ

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৯ নভেম্বর, ২০২৪
২৪ কার্তিক ১৪৩১
৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

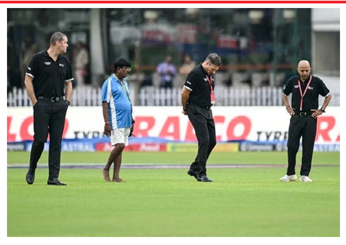

কানপুর টেস্টের আউটফিল্ড আইসিসির রেটিংয়ে অসন্তোষজনক

● ● ● ●

খেলতে খেলতে

Vol.: 19 ■ Issue: 302 ■ Daily APONZONE ■ 9 November 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

এএমইউ সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিনা সিদ্ধান্ত নেবে তিন বিচারপতির বেঞ্চ

আপনজন ডেস্ক: শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট ৪:৩ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় রায় দিয়েছে যে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করবে কিনা তা একটি নতুন বেঞ্চ সিদ্ধান্ত নেবে।

১৯৬৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু তকমা খারিজ করেছিলেন। সেই রায় শুক্রবার খারিজ করে দেন প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের বেঞ্চ। সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই রায়ে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র পুনর্মূল্যায়নের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার ছিল প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের শেষ কর্মদিবস। রায় দিয়ে তিনি জানান, কোনো প্রতিষ্ঠানকে সংখ্যালঘু হিসেবে নির্ধারণ করতে যা যা খতিয়ে দেখা হয়, সেসব বিচার করে এ ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত নেবেন তিন সদস্যের এক বেঞ্চ।

১৮৭৫ সালে স্যার সৈয়দ আহমেদ খান এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এর নাম ছিল মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ। ১৯২০ সালে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রণয়ন করে নামকরণ হয় আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৬৭ সালে সুপ্রিম কোর্টের রায়েই এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংখ্যালঘু তকমা হারিয়েছিল; কিন্তু ১৯৮১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে আইন সংশোধন করে তার সংখ্যালঘু চরিত্র ফিরিয়ে দেওয়া হয়। ২০০৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট ১৯৮১ সালের সেই সংশোধনীকে অসাংবিধানিক আ্যখ্যা দেন। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু সংস্থার মর্যাদা পেতে পারে না।

সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের সেই রায় আজ শুক্রবার প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন সাত সদস্যের বেঞ্চ খারিজ করে দেন। ৪–৩ সংখ্যাগরিষ্ঠ রায়ে বলা হয়, এই বিশ্ববিদ্যালয় সংবিধানের ৩০(ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংখ্যালঘু মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। ওই অনুচ্ছেদে ভাষা ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি ও পরিচালনার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সেই সব বিষয় খতিয়ে দেখে আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু চরিত্র নির্ধারণ করবেন তিন সদস্যের এক বেঞ্চ।

প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি সঞ্জীব খান্না (পরবর্তী প্রধান বিচারপতি), বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্র পক্ষে রায় দেন। বিপক্ষে রায় দেন তিন বিচারপতি সূর্য কান্ত, দীপংকর দত্ত ও সতীশ চন্দ্র। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, ১৮৭৫ সালে স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় স্তরের গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। তাই তা কেবলমাত্র সংখ্যালঘুদের জন্য বলা যেতে পারে না।

নরেন্দ্র মোদির সরকার প্রথম থেকেই আলিগড় বা জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়ার বিরোধিতা করে আসছে। সরকারের যুক্তি, সংসদে আইনের মাধ্যমে যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত, সেটিকে ধর্মের ভিত্তিতে বিশেষ তকমা দেওয়া দেশের ধর্মনিরপেক্ষ নীতির বিরুদ্ধে।

১৯৮১ সালে, তৎকালীন ইন্দিরা গান্ধী সরকার সংসদে বিশ্ববিদ্যালয়কে সংখ্যালঘুর মর্যাদা দিয়ে একটি আইন পাস করেছিল। কিন্তু ২০০5 সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টের একক বিচারপতির বেঞ্চ ১৯৮১ সালের আইনটি খারিজ করে দেয় এবং ২০০৬ সালে একটি ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় বহাল রাখে। এএমইউ এবং তৎকালীন কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকার সহ অন্যান্যরা হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল, যা তিন বিচারপতির বেঞ্চ ২০১৯ সালে বর্তমান সাত বিচারপতির বেঞ্চে উল্লেখ করেছিল। ততদিনে এএমইউ যে কোনও সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান নয়, এই যুক্তিতে এখন বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষ বদল করেছে। সংখ্যালঘু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অর্ধেক আসন সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত থাকে। সরকারের বক্তব্য, সেই কারণে ওই সব প্রতিষ্ঠানে তফসিল জাতি, উপজাতি ও অনগ্রসর গোষ্ঠী জাতিগতভাবে কোনো সংরক্ষিত আসনের সুবিধা পান না।

শুক্রবার সাত বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ আরও বলেছে যে নতুন তিন বিচারপতির বেঞ্চ এএমইউয়ের সংখ্যালঘু মর্যাদার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে, যে প্রশ্নটি অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আদালত ও সরকারকে অস্বস্তিতে রেখেছে শুক্রবারের রায়ে নির্ধারিত নীতির ভিত্তিতে। এই নীতিগুলি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যরা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কিনা এবং তাদের সম্প্রদায়কে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দেয়। এএমইউ ভ্রাতৃত্বের সদস্যরা এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন যে এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে প্রতিপাদন করেছে যে এই প্রতিষ্ঠানের কল্পনা এবং এর প্রতিষ্ঠার জন্য কে কাজ করেছে তার ভিত্তিতে বিষয়টি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যালঘু মর্যাদার বিরুদ্ধে অন্যতম যুক্তি ছিল যে সংবিধানের জন্মের আগে ব্রিটিশ ভারতে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা কিছু সম্প্রদায়কে সংখ্যালঘু হিসাবে স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের নির্দিষ্ট সুযোগ-সুবিধা সহ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠনের অধিকার দেয়। তার শেষ কর্মদিবসে প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় প্রধান রায় লিখতে গিয়ে বলেন,"সংবিধানের ৩০ নং অনুচ্ছেদের (সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা ও পরিচালনার অধিকার) সুরক্ষা সংবিধান প্রবর্তনের আগে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলিকে অস্বীকার করা যায় না, কারণ প্রাক-স্বাধীন ভারতে প্রতিষ্ঠার সময় প্রতিষ্ঠাতারা জানতেন না যে তারা ৩০(১) অনুচ্ছেদের সুরক্ষা পাবেন।

প্রথম নজর

ঝাড়খণ্ডে ক্ষমতায় এলে পিছড়ে বর্গের সংরক্ষণ বৃদ্ধি করব: রাহুল

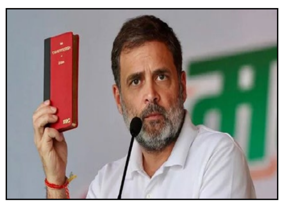

আপনজন ডেস্ক: ঝাড়খণ্ড বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রচারের জন্য ঝাড়খণ্ডে নির্বাচনে রাহুল গান্ধি শুক্রবার আবারও মোদী সরকারকে আদিবাসী বিরোধী এবং দলিত বিরোধী বলেছেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে ক্ষমতায় আসার পরে তিনি সংরক্ষণের ৫০% সীমা সরিয়ে দেবেন। তিনি বলেন, আমরা এসসি, এসটি এবং ওবিসি সংরক্ষণ বাড়াব। ওবিসি সংরক্ষণ ২৭% বৃদ্ধি করা হবে। প্রতিটি পরিবার ৪৫০ টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার পাবে। ১৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বীমা প্রদান করা হবে। বিজেপিকে নিশানা করে রাহুল গান্ধি বলেন, বিজেপি বড় ব্যবসায়ীদের ঋণ মকুব করেছে, কিন্তু দলিত ও আদিবাসীদের ঋণ নয়। বিজেপি কৃষকদের ঋণ মওকুফ করেনি। রাহুল সামদিগায় একটি বিশাল সমাবেশে বলেন, বিজেপি আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিতে চায়। দেশে দলিত, ওবিসি ও আদিবাসীদের অংশগ্রহণ নেই।

কোনও নারীকে আমি অসম্মান করিনি, করবও না: ফিরহাদ

আপনজন ডেস্ক: আমি কোনো নারীকে অসম্মান করিনি। কোনো দিন করব না। আমি যা বলেছি তার ভুল ব্যাখ্যা করেছে মিডিয়ার একাংশ। আমি রেখা পাত্রকে ভদ্র মহিলা বলে সম্বোধন করেছি। বিজেপি হেরেছে বলেই আমি বিজেপিকে হেরো মাল বলেছি। আমি নারী জাতিকে অসম্মান করতে পারিনা। কারণ আমার নেত্রী একজন মহিলা। আমার তিনটে মেয়ে নারী ,আমার নাতনি ও নারী। তার পরে যদি কারোর খারাপ লেগে থাকে তার জন্য আমি দুঃখিত বললেন মন্ত্রী ও মেয়র ফিরহাদ হাকিম। বিরোধীরা অভিযোগ তুলেছিল যে শুধু রেখা নন, সন্দেশখালি সমস্ত মহিলারা অপমানিত হয়েছেন, ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্যে। সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বিরোধীদের যোগ্য জবাব দেন ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন নারীদের আমি মাতৃ রূপে দেখি ,'হেরে ভূত হেরে মাল' ইত্যাদি শব্দ বন্ধ গুলি ভোট প্রার্থীদের উদ্দেশ্যে বিশেষত বিজেপির উদ্দেশ্যে বলা ।কোন মহিলাকে নিয়ে এসব আমি বলিনি। বরং রেখা পাত্রকে আমি 'ভদ্রমহিলা' বলেই সম্বোধন করেছিলাম। তবে তিনিই নিজের মন্তব্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন আমার কথায় যদি ওনার খারাপ লেগে থাকে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। কোন নারীকেও অসম্মান করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনা। আমার নেত্রী নারী, মা নারী, স্ত্রী, কন্যা, নাতনিরাও নারী।

নারীদের সম্মান করি বলেই বাংলায় আমরা দুর্গাপুজো কালীপুজো জগদ্ধাত্রী পুজো সরস্বতী পুজো করি। নারীদের অসম্মান করার কোন সংস্কৃতিই আমাদের নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে হাড়োয়া উপনির্বাচনে প্রচারে গিয়ে সন্দেশখালি প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেছিলেন সন্দেশখালিকে কলঙ্কিত করেছে বিজেপি সন্দেশখালির মানুষের নামে কুৎসা লুটিয়েছে দেশের কাছে সন্দেশখালি নিয়ে ভুল বার্তা দিয়েছে। এখানকার মেয়েদের বদনাম করা হয়েছে। কিছুদিন আগে আমার সন্দেশখালির এক বন্ধুর মেয়ে বিয়ে ঠিক হয়েছিল ক্যানিংয়ে। কিন্তু ছেলের বাড়ি থেকে বিয়ে ভেঙে দিয়েছে বলেছে সন্দেশখালি থেকে মেয়ে আনলে পাড়ার লোক বলবে সে মেয়ে পবিত্র নয়। ওই সভা থেকে ফিরহাদ হাকিম প্রধানমন্ত্রীকেও রাজনৈতিক নিশানা করেছিলেন। এরই প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার রেখা পাত্রের নেতৃত্বে সন্দেশখালিতে বিজেপি মহিলা কর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করে। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে কুরুচি কর ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ আনা হয়।

বজবজ ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

চন্ডিপুর মোড় ❑ বিরলাপুর রোড ❑ বজবজ ❑ দঃ ২৪ পরগণা কলকাতা - ৭০০১৩৭

সাফল্যের দ্বিতীয় বছর

BUDGE BUDGE
INSTITUTE OF NURSING
EMPOWERING COMPASSIONATE MALE NURSES
A Project of Amanat Foundation

আর ভিন রাজ্যে নয়!

ছেলেদের নার্সিং স্কুল
এখন
কলকাতার
বজবজে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

❑ অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
❑ আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
❑ ৩০০ বেড সমৃদ্ধ ইউনিপন হাসপাতাল, আরতি হাসপাতাল ও আশ শিফা হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
❑ উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর)
MBBS, MD, Dip Card

যোগাযোগ
☎ 6295 122 937
9732 589 556
https://bbinursing.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত
এবং ইন্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

❖ মুহাম্মদ শাহ আলম, চেয়ারম্যান ❖ ডঃ মোশারফ হোসেন, ভাইস-চেয়ারম্যান ❖ ডাঃ সুনন্দ জানা, সি.ঈ.ও.

প্রথম নজর

মডেল স্টেশন ক্যানিংয়ে উন্মুক্ত মহিলা শৌচালয়

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার প্রান্তিক ষ্টেশন তথা সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার ক্যানিং। প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেন। এছাড়াও দেশবিদেশের পর্যটকরা ক্যানিং শহর হয়ে সুন্দরবনে বেড়াতে যান।বিগত কয়েক বছর আগেই মডেল ষ্টেশনের মর্যাদা পেয়েছে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার এই ষ্টেশন। ক্যানিং ষ্টেশনের শৌচালয় নিয়ে সাধারণ নিত্যযাত্রীদের বিস্তর অভিযোগ রয়েছে।দীর্ঘদিন ধরে নোংরা আবর্জনায় ভরপুর। দুর্গন্ধ বের হয়। অনেক সময় নাকে রুমাল দিয়ে যাতায়াত করতে হয় নিত্যযাত্রীদের। এছাড়াও দৈহিক প্রতিবন্ধীদের জন্য শৌচালয় নির্মিত হলেও দীর্ঘদিন যাবত ভগ্নদশা অবস্থায় পরিত্যক্ত ভাবে পড়ে রয়েছে। ফলে শৌচালয় না থাকায় সমস্যায় পড়তে হয় দৈহিক প্রতিবন্ধী যাত্রীদের।পাশাপাশি মহিলাদের জন্য যে শৌচালয় রয়েছে। তার দরজা নেই। উন্মুক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে সমস্যায় পড়লেও লজ্জা নিবারণের জন্য ক্যানিং ষ্টেশনের শৌচালয় ব্যবহার করেন না মহিলারা। নিত্য মহিলা যাত্রীদের অভিযোগ, সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ক্যানিং ষ্টেশনের মহিলা শৌচালয়ের দরজা নেই। প্রতিবন্ধী শৌচালয় ভগ্নদশায় পড়ে রয়েছে।

জগদ্ধাত্রী পুজো নিয়ে বৈঠক উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া জেলার জগদ্ধাত্রী পুজো মানেই রঘুদেবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নাম উঠে আসে। বুধবার উলুবেড়িয়া-২ নং ব্লকের মিটিং হলে রাজাপুর থানার উদ্যগে আসন্ন জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে পুজো কমিটিদের নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন। জানা গেছে,ওই বৈঠকে ডিজের নিষেধ ছাড়াও একগুচ্ছ বিধিনিষেধ ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন উলুবেড়িয়া-২নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজ্ঞা চক্রবর্তী,রাজাপুর থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক ত্রিগুণা রায়,দমকল আধিকারিক উজ্জ্বল শাসমল,ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক সঞ্জয় মান্ডি, রঘুদেবপুর অঞ্চল পূর্ত সঞ্চালক সেখ জুবের আলম সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

মমতা মুকুটে রয়েছে ৬৪টি হীরে: ব্রাত্য

সঞ্জীব রায় ● বাঁকুড়া

আপনজন: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুকুটে ৬৪ টি হীরে ঝলমল করছে। যার কোনটির নাম কন্যাশ্রী, কোনটির নাম স্বাস্থ্য সাথী। শুক্রবার সন্ধ্যায় তালডাংরায় দলের নির্বাচনী সভায় বললেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী ব্রাত্য বসু। একই সঙ্গে এদিন তিনি অর্থনীতিবিদ অভিষেক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামোল্লেখ করে বলেন, 'উনি বলেছিলেন নিম্ন আয়ের মানুষের হাতে অর্থনৈতিক যোগান জরুরী'। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সেটাই করে চলেছে বলে তিনি দাবি করেন। একই সঙ্গে ব্রাত্য বসু এদিন দাবি করেন, তালডাংরা বিধানসভা উপ নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী ইতিমধ্যে জিতে গেছেন। তার মধ্যেও তারা নির্বাচনী প্রচারে আসছেন।

তবে একই সঙ্গে রাজ্যের অন্যান্য উপ নির্বাচন গুলির মতো তালডাংরাতেও একই 'রণনীতি' নিয়ে লড়াইয়ে নামা হয়েছে বলে তিনি জানান। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নির্দিষ্ট ছাত্রের পরিবর্তে অন্যের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকে যাওয়া প্রসঙ্গে বলেন, সমস্যার সমাধান হয়েছে, সবাই টাকা পাবে। তবে এই ঘটনায় যুক্ত কে তা প্রমাণ হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও তিনি জানান।

বাঁকুড়া-মশাগ্রাম- হাওড়া সরাসরি ট্রেন চলাচলে উপকৃত হবে বর্ধমানও

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর বাঁকুড়া মশাগ্রাম থেকে হাওড়া পর্যন্ত সরাসরি ট্রেন চলাচল শুরু হতে চলেছে। চলতি মাসের ১৪ থেকে ১৭ তারিখ পর্যন্ত বাঁকুড়া মশাগ্রাম রেললাইনকে হাওড়া-বর্ধমান কর্ড লাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। এর জন্য কর্ড লাইনের বিভিন্ন সিগন্যাল সংক্রান্ত কাজও করা হচ্ছে, যার কারণে এই সময়ের মধ্যে বেশ কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। আদ্রা ডিভিশনের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে নোটিফিকেশন করা হয়েছে।

যা নিয়ে খুশি বাঁকুড়া-বর্ধমান দক্ষিণ দামোদর এলাকার বাসিন্দারা। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই সরাসরি ট্রেন সেবা শুরু হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। নতুন সংযোগের মাধ্যমে যাত্রীদের হাওড়া পৌঁছানো আরও সহজ এবং দ্রুত হবে, সেই সঙ্গে স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্যেও সুবিধা আসবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই নতুন সেবা চালু হলে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, হাওড়া ও এর আশপাশের অঞ্চলের যাত্রীরা হাওড়ার সঙ্গে আরও ভালো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। তাছাড়া, দক্ষিণ দামোদরের বাসিন্দাদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হিসেবে কাজ করবে।

অনেকগুলো জেলার জন্য সুখবর হলেও শহর বর্ধমানের জন্য এই খবর অত্যন্ত দুঃসংবাদের। দক্ষিণ দামোদর এলাকার বাস বর্ধমান শহরে প্রবেশ করতে পারে না আর এই প্রবেশ না করানোর কারণে বর্ধমানের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা এমনিতেই খারাপ। এরপর এইদিকে ট্রেন যদি হাওড়া যাতায়াত সহজ হয় তাহলে আর বর্ধমান শহরে যে মানুষগুলোই যাচ্ছিল তারা আর যাবেন না। একই তো বর্ধমান শহরে যাওয়া আসা করতে অনেক বেশি খরচা হয়ে যায়। অবিবেচক কিছু মানুষের অদূরদর্শিতার কারণে শহরে বাস ঢোকা বন্ধ হয়েছে। বলা হয়েছিল যে বর্ধমান শহরকে যানজট মুক্ত করা হবে কিন্তু সেই জায়গায় অতিরিক্ত টোটোর কারণে বর্ধমান শহর আরো বেশি যানজট যুক্ত হয়েছে এ বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে অনেকবার আলাপ আলোচনা করা হলেও প্রশাসনের তরফ থেকে সেরকম সৎ উত্তর পাওয়া যায়নি। প্রাচীন শহর বর্ধমান ঐতিহ্যশালী ইতিহাসের শহর বর্ধমানের ব্যবসা বাণিজ্য কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে এবং কিছু মানুষের সুবিধার জন্য বেশিরভাগ মানুষের অসুবিধার কারণ হয়ে যাচ্ছে।

মিড ডে মিল, রেশনে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব নওশাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: রাজ্যের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, বাচ্চাদের মিড ডে মিল, গরীর মানুষের রেশনে সর্বত্রই পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতিতে জড়িয়ে শাসক তৃণমূল কংগ্রেস। তাই আসন্ন উপনির্বাচনে ঐ দলটিকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার আহ্বান জানালেন আইএসএফ চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক নওসাদ সিদ্দিকী। আজ হাড়োয়া উপনির্বাচনের এক নির্বাচনী সভায় তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গার ডাবহাটায় আইএসএফ প্রার্থী আইনজীবী পিয়ারুল ইসলামের সমর্থনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দও উপস্থিত ছিলেন। নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, হাড়োয়া অঞ্চলের কৃষক সমাজ, আদিবাসী সমাজের চাওয়া পাওয়া নিয়ে আইএসএফ সোচ্চার হবে। তার জন্য আইএসএফ প্রার্থীকে জয়ী করে বিধানসভায় পাঠাতে হবে। তিনি বলেন, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাড়োয়ায় অপপ্রচারে নেমেছে। আজকের এই জনসভায় আইএসএফের রাজ্য সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি, রাজ্য কমিটির সদস্য কুতুবুদ্দিন ফাতেহি, জামির হোসেন, শিক্ষক নেতা মাহিউদ্দন (মাহি) সহ জেলা নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সিপিআইএম নেতা নিরাপদ সর্দার, আহমেদ আলি খান, কলতান দাসগুপ্ত প্রমুখ।

আবাস যোজনার তালিকায় এক ব্যক্তির ৫বার নাম ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কাটোয়া

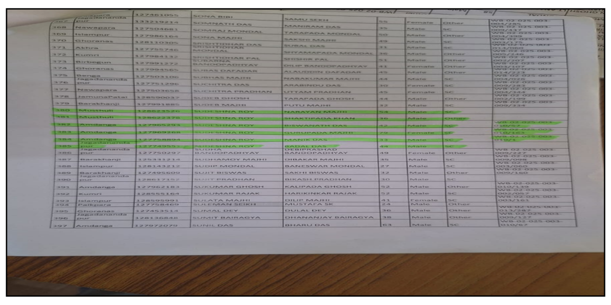

আপনজন: বাড়ি আছে, তারপরও নাম আবাস যোজনায়, আবার যার চালচুলো নেই, তার নামও নেই। এমন অভিযোগ উঠেছে একাধিক। বিভিন্ন জেলা থেকে সামনে আসছে এমনই অভিযোগ। এবার অভিনব অভিযোগ উঠেছে শুক্রবার পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ায়। আবাস যোজনার তালিকায় একটি নাম রয়েছে পাঁচ বার। স্বামী ও বাবার নাম ভিন্ন হলেও উপভোক্তার নাম একটাই। কিন্তু কে সেই মহিলা? কোথায় থাকেন? আদৌ গ্রামে ওই নামে কেউ আছেন? বুঝে উঠতে পারছেন গ্রামের লোক। খবর নেই প্রশাসনের কাছেও।পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার জগদানন্দপুর গ্রামপঞ্চায়েতের ঘটনা। অভিযোগ, সুদেষ্ণা রায় নামে এক উপভোক্তার নাম পাঁচবার তালিকায় উঠেছে। তবে উপভোক্তার নাম সুদেষ্ণা রায় হলেও হলেও তাঁর স্বামী বা বাবার নাম বদল হয়েছে। এই ভূতুড়ে নামের ঠেলায় প্রকৃত উপভোক্তারা আবাস যোজনার ঘর পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় দুর্নীতির গন্ধ পাচ্ছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিও।

সুদেষ্ণা রায় বলে আদৌ ওই গ্রামে কেউ আছেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি। তালিকার কোথাও সুদেষ্ণা রায়ের স্বামীর নাম গুরুপদ মাজি, কোথাও মানিক দাস। আবার কখনও বাবার নাম হয়েছে শক্তিপদ খাঁ, কখনও বিশ্বনাথ দাস। ভূতুড়ে কাণ্ডে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন প্রকৃত উপভোক্তারা।

গ্রামবাসীরা বলছেন, এটা আসলে ভূতুড়ে নাম। কাটোয়া ২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির নেতার অভিযোগ সরকারি কর্মীদের উদাসীনতায় উপভোক্তারা বিপাকে পড়েছেন। অন্যদিকে, জেলার বিজেপি নেত্রী সীমা ভট্টাচার্য বলেন, "এখন ঝোলা থেকে সব ভূত বেরিয়ে পড়বে। তাঁর কথায়, তৃণমূল ভূতের নাম করে এতদিন ধরে টাকা আত্মসাৎ করেছে, আমরা ভূত খুঁজে বের করতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হব। সরকারি কর্মীদের ঘাড়ে দোষ দিলে হবে না।" এদিকে, কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও জানান, তাঁরাও সুদেষ্ণা রায় নামে কাউকে পাননি। ভূতুড়ে নামের অভিযোগ পেয়ে তল্লাশি শুরু করা হয়েছে।

উপভোক্তাদের অভিযোগ, সুদেষ্ণা রায় নামে কোন ব্যক্তি এই তল্লাটে নেই।

তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির নেতা গৌতম ঘোষালের দাবি, সুদেষ্ণা রায় নামে কেউ নেই। দলের বদনাম করতে সরকারি কর্মীরা তালিকায় ভূতুড়ে নাম ঢুকিয়ে এই কাজ করেছে,ঘটনার তদন্ত করা হোক।যদিও এই বিষয়ে রাজ্য তৃনমূলের মুখপাত্র প্রসেনজিৎ দাস জানান,এটা প্রশাসনিক ব্যাপার কারন সরকার এবং দল আমরা স্বচ্ছতার সাথে এই কাজটা করে বেড়াচ্ছি।হয়তো কোথাও ভুল হয়েছে সেজন্য হয়েছে। নিশ্চয়ই প্রশাসনিক যারা আধিকারিক রয়েছে তারা এটা দেখবে,এটা নিয়ে বিতর্ক যারা সৃষ্টি করছে তারাতো কোনো মানুষের কাজে লাগেনা,তাদের নির্বাচনেও মানুষ রিজেক্ট করে দিয়েছে,তাই এইসব বিতর্ক রটাচ্ছে।কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের বিডিও আসিফ আনসারি ক্যামেরার সামনে কিছু বলতে চাননি। তবে তিনি জানিয়েছেন ,সুদেষ্ণা রায় নামে কোন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়নি ।

তৃণমূল জেলা কোর কমিটির বৈঠকের দিনক্ষণ ঘোষণা, অনুব্রত ও কাজলের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা

সেখ রিয়াজুদ্দিন, আজিম সেখ ও আমীরুল ইসলাম ● বীরভূম

আপনজন: কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার হাতে আটককৃত দীর্ঘ দুবছর পর জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মন্ডল জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরেন।তারপরেই যুযুধান দুই গোষ্ঠীর কার্যকলাপে দূরত্বের ব্যবধান বাড়তে থাকে। জেলা পরিচালনায় জেলা সভাপতি নাকি কোর কমিটি ? দেখা দেয় প্রশ্ন। দীর্ঘদিন কোর কমিটির মিটিং না হওয়ার ক্ষোভ। অন্যদিকে কোর কমিটি বোলপুর কেন্দ্রিক না হয়ে জেলার অন্যান্য প্রান্ত থেকেও লোকজন নিয়ে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর প্রস্তাব। এনিয়ে অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আগামী ১৬ই নভেম্বর জেলা তৃণমূল কোর কমিটির বৈঠক হতে চলেছে বোলপুরের দলীয় কার্যালয়ে। রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশের পর জেলা তৃণমূল কোর কমিটির আহ্বায়ক বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী উক্ত বৈঠকের আহ্বান করেছেন এবং সাংবাদিক সম্মেলন করে সে কথা ঘোষণা করেন।

উল্লেখ্য গরু পাচার কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট। জেলবন্দি হওয়ার পর জেলা সভাপতি কে হবেন! এটা নিয়েই চিন্তায় ছিল রাজ্য নেতৃত্ব। এরপর স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বীরভূমে কোর কমিটি তৈরি করে দেন সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য।

গরু পাচার কাণ্ডের আগে বীরভূমে অনুব্রত মণ্ডলের যে কোন সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। এক কথায় জেলার কান্ডারী ছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ওরফে কেষ্ট।কোর কমিটির বৈঠকের পর আর কোর কমিটি থাকবে কিনা না! কোর কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হলে জেলা সভাপতি হিসেবে অনুব্রত মণ্ডল আগের মত একাই বীরভূমে রাজ করবেন কি না !জেল থেকে ফিরে আসার পর অনুব্রত মণ্ডল তার নিজের জায়গা উদ্ধার করতে সক্ষম হবেন কি না! বা কোর কমিটি বর্ধিত করা হলে অনুব্রত মণ্ডল তাতে জায়গা পাবেন কিনা এবং তাতে তাঁর ভূমিকাই বা কতটুকু হবে ? এবং তিনি যদি কোর কমিটিতে জায়গা পান, তাহলে আগের মতোই কি তাঁর একচ্ছত্র রাজ কায়েম থাকবে? এই প্রশ্নই রাজনৈতিক মহলে এখন ঘুরপাক খাচ্ছে। কারণ বীরভূমে কাজল-কেষ্টর ঠান্ডা লড়াই রাজনৈতিক মহলে সবাই অবগত। এ পর্যন্ত কোন বিজয়ার সম্মেলনীতে মুখোমুখি হতে দেখা যায়নি কাজল-কেষ্টকে।

দুজনেই সবাইকে নিয়ে চলার কথা বারবার করে বললেও কেষ্ট মন্ডল বা কাজল শেখকে মুখোমুখি হতে এখনো দেখা যায়নি।

মালদায় ভুয়ো বিল করে টাকা তোলার অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে

দেবাশীষ পাল ● মালদা

ভুতনী দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র
ভুতনী, মানিকচক, মালদা
BHUTNI PHC
BHUTNI,MANIKCHAK,MALDA.732203
NATIONAL HEALTH MISSION

আপনজন: ভুয়ো বিল করে টাকা তোলার অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে। কাজ না করে ভুয়ো বিল তোলার অভিযোগ। হাসপাতাল পরিষ্কার এর নামে টাকা করা হচ্ছে ভুয়ো বিল চলছে লুটপাটের অভিযোগ প্রধানের বিরুদ্ধে।হাসপাতাল পরিষ্কারের নামে ভুয়ো বিল করে টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠল গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। পঞ্চায়েত প্রধান সরকারি টাকা আত্মসাৎ করতে এই ধরনের ভুয়ো বিল করছেন বলেই অভিযোগ তুলছেন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনায় অভিযোগের আঙ্গুল উঠেছে মালদার মানিকচক ব্লকের দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও অভিযোগ কোনরকমে কাজ করা হয়নি পঞ্চায়েতের তরফে হাসপাতাল চত্বরে। তারপরও কি করে হাসপাতাল পরিষ্কার করার নামে বিল হচ্ছে সে নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। যদিও সমস্ত অভিযোগ মিথ্যে বলে দাবি প্রধানের।বেশ কিছু মানুষ জোরপূর্বক টাকা নিতেই এই ধরনের অভিযোগ করছে বলে দাবি করেছে দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শক্তি মন্ডল। উল্লেখ্য মানিকচক ব্লকের ভুতনির চরের বিস্তীর্ণ এলাকার সাথেই প্লাবিত হয়েছিল ভূতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। মানুষ দীর্ঘদিন সমস্যার মধ্যে ছিল। তবে জল কমেছে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে পরিবেশ । ভুতনি দিয়ারা প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্য পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ ৪৫ হাজার টাকার বিল পাস করেছে এমনটাই দাবি এলাকাবাসীর। স্থানীয় বাসিন্দা গৌরাঙ্গ মন্ডল স্বাস্থ্য কেন্দ্র কর্তৃপক্ষের কাছে গোটা বিলের অভিযোগ জানান। অবৈধভাবে ভুয়ো বিল করেছে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ বলে দাবি তাদের। ঘটনায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ ও তার করেছে গৌরাঙ্গ মন্ডল নামে ঐ ব্যক্তি। গ্রামবাসীরা অভিযোগ স্বাস্থ্য কেন্দ্রের আধিকারিকের হাতে লিখিতভাবে অভিযোগ তুলে দেন টাকার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য।

পাঁশকুড়ার থানার জিঞ্চাদা বাজারে সোনা দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাঁশকুড়া

আপনজন: পাঁশকুড়া থানার অন্তর্গত জিঞ্চাদা বাজারে আজ ভোর রাতে সমীর সামন্ত নামে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকান চুরি হয়। গতকাল রাত্রি সাড়ে আটটা নাগাদ সমীর দোকান বন্ধ করে পাশের উত্তর জিঞ্চাদা গ্রামের বাড়ি যায়। আজ সকালে দোকান খুলতে এসে দেখে দোকানের চাবিতালা ভাঙা। দোকান খুলে দেখে সি সি ক্যামেরা হার্ডিজ নেই। ইলেকট্রিক লাইন কাটা। দোকানে গচ্ছিত থাকা ৩৫ থেকে ৪০ গ্রাম সোনা, ১৩০০ গ্রাম রূপা, ৭০ থেকে ৮০ হাজার টাকা নেই। এরপর পাঁশকুড়া থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ আসে তদন্তে। এলাকার 'নাগরিক সুরক্ষা কমিটি'র মুখপাত্র নারায়ণ চন্দ্র নায়ক বলেন, গত বছর ২০ শে নভেম্বর জিঞ্চাদা বাজারের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী উত্তর জিঞ্চাদার সমীর পড়িয়া দোকান থেকে বাড়ি ফেরার সময় দুষ্কৃতকারীদের হাতে খুন হয়েছিল। এবং তার কাছে থাকা বিপুল পরিমাণ সোনা নিয়ে চম্পট দিয়েছিল ওই দুষ্কৃতকারীরা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইন্তেকাল মাওলানা জালালউদ্দিনের

হাসিবুর রহমান ● ঘুটিয়ারি

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারি শরীফ বনমালীপুর আবু জাফরিয়া সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা প্রাক্তন শিক্ষক আলহাজ্ব মৌলানা জালাল উদ্দিন বৃহস্পতিবার ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে শোকাহত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ পরিবার সূত্রে জানা যায়, মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮১ বছর এই ৮১ বছর জীবনেই তিনি শিক্ষার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে শোক স্তব্ধ হয়ে পড়েন গোটা এলাকার মানুষ। তিনি ছিলেন একটি ভদ্র নম্র স্বভাবের মানুষ দীর্ঘদিন তানার ওস্তাদ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী রহমাতুল্লাহ এর আদেশ অনুসারে শ্রীনগর জামা মসজিদের ইমামতি করে যান বিনা বেতনে। তিনি রেখে যান চার, পুত্র ও ৫ কন্যা স্ত্রী সহ ভক্ত। শুক্রবার নিজ বনমালীপুর সিনিয়র মাদ্রাসার মাঠেই জানাজা অনুষ্ঠিত হয়।

আজীবন কারাদণ্ড দিল হলদিয়ার পকসো কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হলদিয়া

আপনজন: বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে এক নাবালিকাকে হলদিয়ার টাউনশিপ থেকে নিয়ে গিয়ে দিল্লিতে দেহ ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ ছয় জনকে পাকড়াও করে এবং দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে চলে মামলা,হলদিয়া পকসো আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হয়।ঘটনার সূত্রপাত ২০১৭ সালে,সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর এর বাসিন্দা শাহ জামাল মোল্লা নামে এক যুবক সামাজিক মাধ্যমে হলদিয়ার একটি ১৬ বছরের নাবালিকাকে প্রেমের জালে জড়ায় এরপর ওই বছরেই ২৫ শে অক্টোবর নাবালিকাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাড়ি থেকে নিয়ে পালায় অভিযুক্ত। হলদিয়া থেকে দিল্লি নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকাকে দেহ ব্যবসার কাজে বিক্রি করে দেওয়া হয়। মেয়েটিকে না পেয়ে ঘটনার পরের দিনে হলদিয়া থানায় মামলা দায়ের করেন নাবালিকার পরিবারের লোকজন,যার কেস নম্বর ১০৯ বাই ২০১৭ এই ঘটনা তদন্তে নেবে হলদিয়া থানার পুলিশ এবং সিআইডি দিল্লী থেকে মেয়েটিকে উদ্ধার করে। সেই সঙ্গেই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অভিযুক্তদের সহ আরো একাধিক ব্যক্তিকে পাকড়াও করে পুলিশ।এই ঘটনার মামলার সরকারি আইনজীবী দেব রঞ্জন ব্যানার্জি জানান মূল অভিযুক্ত শাহাজামাল মোল্লা ওরফে রাখেশকে আজীবন আর মৃত্যু কারাবাসের সাজা শোনানো হয়েছে। এছাড়াও আর এক অভিযুক্ত সালুসিংয়ের বিরুদ্ধে কুড়ি বছরের সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি চারজন অভিযুক্ত প্রবীণ কুমার হরফে রিঙ্কু মনীষা মেরি এবং সেহেনওআজ বেগক (ওরফে হিন্দু) কে ১২ বছরের কারা বাসের সাজা দিয়েছে।

সেই সঙ্গে পীড়িত নাবালিকাকে ৩ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো জানান এই মামলার অপর দুই অভিযুক্ত রাজকিশোর এবং রাধা এখনো বেপাত্তা।

অভিষেকের জন্মদিনে ৩০০ কর্মীর রক্তদান

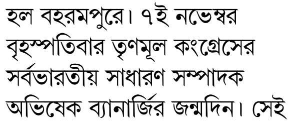

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন:অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন উপলক্ষে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল বহরমপুরে। ৭ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির জন্মদিন। সেই উপলক্ষে বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হলো। বৃহস্পতিবার বহরমপুরে জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জেলা যুব তৃণমূলের সভাপতি আসিফ আহমেদ বলেন, 'অভিষেক ব্যানার্জি বলেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে এবং মানুষের সাথে থাকতে হবে। তার দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেও করে প্রায় ৩০০ জন তৃণমূল যুব কর্মী রক্তদান করেছে এই শিবিরে।'

কোলড়া হিলফ উল ফুজুলের রক্তদান শিবির

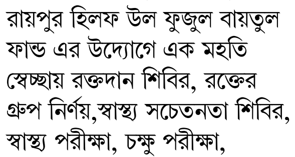

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার কোলড়া রায়পুর হিলফ উল ফুজুল বায়তুল ফান্ড এর উদ্যোগে এক মহতি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়,স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা, বিনামূল্যে ঔষধ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় ৬ নভেম্বর বুধবারকোলড়া রায়পুর বাইতুল মুকাররম মসজিদের সন্নিকটে। এদিনের শিবিরে রক্ত সংগ্রহ করে কলকাতা এস. এস. কে. এম হসপিটাল ও সঞ্জীবন হাসপাতাল। রক্তদান করেন সর্বমোট ১২০ জন। এই দিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোলড়া ২ নম্বর অঞ্চল গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মেঘনাদ দাস, উপপ্রধান নিসার উদ্দিন লস্কর (লাল্টু), কোলড়া পুলিশ ফাঁড়ির ওসি সৈয়দ মুজতবা আলী, বায়তুল ফান্ড এর সম্পাদক নেসউদ্দিন লস্কর প্রমুখ।

প্রথম নজর

আমেরিকার গবেষণাকেন্দ্র থেকে পালাল ৪৩ বানর

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের একটি গবেষণাগার থেকে ৪৩টি বানর পালিয়েছে। গবেষণাগারের এক রক্ষণাবেক্ষণকারী ভুলবশত খাঁচার দরজা খোলা রাখলে বানরগুলো পালিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে দেশটির সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের লোকান্ট্রি এলাকায়।
গবেষণাগার কর্তৃপক্ষ বলছে, খাঁচায় ৫০টি বানর ছিল। এর মধ্যে ৪৩টি পালিয়েছে। ৭টি থেকে গেছে। এদিকে এ ঘটনার পর রিসাস ম্যাকাক প্রজাতির বানরগুলোকে ধরার চেষ্টা করছে পুলিশ। আলফা জেনেসিস নামের একটি কোম্পানি বানরগুলোকে তত্ত্বাবধান করত। চিকিৎসাসংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং বিভিন্ন গবেষণার কাজে বানরসহ বিভিন্ন প্রাণী লালন-পালন করে কোম্পানিটি। বানরগুলো নিখোঁজ হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় বাসিন্দাদের দরজা-জানালা বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে। বানর দেখতে পেলে দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইয়েমাসি পুলিশ বিভাগের তথ্যমতে, পালিয়ে যাওয়া বানরগুলো কম বয়সী স্ত্রী বানর। এদের একেকটির ওজন প্রায় ৭ পাউন্ড (৩ কেজি ২০০ গ্রাম) করে। গতকাল বৃহস্পতিবার পুলিশ বলেছে, কোম্পানিটি ইতিমধ্যে বানরের দলটিকে শনাক্ত করতে পেরেছে এবং তাদের খাবারের লোভ দেখানোর চেষ্টা চলছে। পুলিশ বলেছে, ‘দয়া করে কোনো পরিস্থিতিতেই এসব প্রাণীর কাছে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না।’
পুলিশের বিবৃতিতে আরো বলা হয়, বানরগুলোকে ধরতে এলাকাটিতে ফাঁদ স্থাপন করা হয়েছে।
ঘটনাস্থলে পুলিশ নিযুক্ত আছে। প্রাণীগুলোকে শনাক্ত করার চেষ্টায় থার্মাল ইমেজিং ক্যামেরা ব্যবহার করা হচ্ছে। গবেষণা সংস্থাটির কাছ থেকে পুলিশ জানতে পেরেছে, আকারে ছোট হওয়ায় বানরগুলোর ওপর এখনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়নি। এগুলো এতটাই কম বয়সী যে রোগজীবাণু ছড়ানোর মতো সক্ষমতা নেই। আলফা জেনেসিসের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা গ্রেগ ওয়েস্টারগার্ড বলেছেন, বানরের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি ‘হতাশাজনক’। তবে বানরদের খাওয়ার মতো খুব বেশি কিছু জঙ্গলে নেই। তারা আপেল পছন্দ করে, যা তারা সেখানে মিলবে না। ফলে আগামী এক-দুই দিনের ভেতর তারা ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। সাউথ ক্যারোলাইনাভিত্তিক সংবাদপত্র দ্য পোস্ট এবং কুরিয়ারের তথ্য বলছে, গবেষণাকেন্দ্র থেকে বানর পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা এটাই প্রথম নয়। ২০১৬ সালেও এমন ঘটনা ঘটেছিল। তখন ১৯টি বানর পালিয়ে যায়। প্রায় ছয় ঘণ্টা পর তাদের ফিরিয়ে আনা হয়। তারও দুই বছর আগে প্রাইমেট বর্গের ২৬টি প্রাণী গবেষণাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

কানাডায় টিকটকের কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ

TikTok
REUTERS

আপনজন ডেস্ক: নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণ দেখিয়ে জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকের কানাডা কার্যালয় বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সরকার। তবে দেশটিতে অ্যাপটি বন্ধ হচ্ছে না এখনই। এ বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে।
বুধবার (৬ নভেম্বর) কানাডার শিল্পমন্ত্রী ফ্রাঁসোয়া-ফিলিপ শঁপা বলেন, ‘টিকটকের চীনা মালিকানা প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্স-সম্পর্কিত সম্ভাব্য জাতীয় নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রশাসন। যে কারণে টিকটকের কানাডা কার্যালয় বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ’
‘তবে কানাডার নাগরিকদের টিকটক ব্যবহার করার বা এতে কনটেন্ট তৈরি করার অধিকার খর্ব করবে না সরকার। একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করা বা না করা সবার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত,’ বলেন শঁপা।
এরইমধ্যে ভারত, আফগানিস্তান, ইরানের মতো বেশ কিছু দেশে টিকটক অ্যাপ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ক্যালিফোর্নিয়ায় ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলীয় অঙ্গরাজ্য ক্যালিফোর্নিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভয়াবহ দাবানল। অঙ্গরাজ্যের ভেনচুরা কাউন্টিতে এরই মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ২০ হাজার ৪৮৫ একরেরও বেশি এলাকা। প্রাণ বাঁচাতে অন্তত ১৪ হাজার বাসিন্দাকে দ্রুত ঘর ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। সংবাদমাধ্যম সিএনএন জানিয়েছে, গত বুধবার (৬ নভেম্বর) সকালে ‘মাউন্টেন ফায়ার’ নামে পরিচিত এই দাবানল শুরু হয় এবং প্রবল বাতাসের কারণে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
দাবানলে ভুক্তভোগীদের মধ্যে অন্যতম ৬০ বছর বয়সী টেরি মরিন এবং তার স্বামী ডেভ। বুধবার সকালে তারা কাজের জন্য বাইরে ছিলেন। হঠাৎ ক্যামারিলো এলাকায় নিজেদের বাড়ির কাছে অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে দ্রুত ফিরে আসেন। ওই সময় বাড়িটিতে দুজন অতিথি ছিলেন। তারা তখনো ঘুমাচ্ছিলেন। মরিন জানান, আমি ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকি। কিন্তু তারা কিছুই শুনতে পায়নি। আমি চিৎকার করে বলি, ‘কুকুরটা নিয়ে বেরিয়ে যাও। তোমাদের কাছে সময় নেই, এখনই চলে যাও! এর মধ্যেই তাদের বাড়ির আঙিনায় আগুনের ফুলকি এসে পড়তে শুরু করে। তাপমাত্রাও দ্রুত বেড়ে যায়।
মরিন বলেন, এটি খুবই গরম ছিল। চারপাশে শুধু ধোঁয়া আর আগুন। ভেনচুরা কাউন্টি ফায়ার ডিপার্টমেন্টের তথ্য অনুযায়ী, দাবানলে অন্তত ১৩২টি ঘরবাড়ি পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে এবং ৮৮টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ১০ জন মানুষ ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কর্তৃপক্ষ এ পর্যন্ত ৪০০টি বাড়ি খালি করিয়েছে। তবে ২৫০টি পরিবার এখনো বাড়ি ছাড়তে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। দাবানলের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ার বেশিরভাগ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া এডিসন প্রায় ৭০ হাজার বাসিন্দার বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছে, যাতে আরও বড় ধরনের বিপদ এড়ানো যায়।
বাতাসের গতি কমে আসার কারণে শুক্রবার পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে। তবে দাবানল কীভাবে শুরু হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। আগুনের উৎস খুঁজে বের করতে তদন্ত শুরু করেছে ভেনচুরা কাউন্টির দমকল বাহিনী।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ক্যালিফোর্নিয়ায় দাবানলের প্রকোপ বাড়ছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও শুষ্ক আবহাওয়ার ফলে সামান্য স্ফুলিঙ্গও ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে রূপ নিচ্ছে। সামনের দিনগুলোতে এমন পরিস্থিতি আরও ঘনঘন দেখা দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

বন্ধ হচ্ছে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ!

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দায়িত্ব নেয়ার প্রথমদিনেই বন্ধ হবে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ। নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন দেশটির নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। দেশটির এবারের নির্বাচনে অভিবাসী ইস্যু বেশ গুরুত্ব পেয়েছে। নির্বাচনি প্রচারণায় অভিবাসীদের নিয়ে নিজের কঠোর অবস্থান বারবার পরিষ্কার করেছেন নবনির্বাচিত রিপাবলিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।
তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ক্ষমতায় এলে অবৈধ অভিবাসীদের বিতাড়িত করার পাশাপাশি পাকাপোক্তভাবে জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার বিষয়টিও বন্ধ করে দেবেন।
এদিকে ট্রাম্পের বিজয়ের পর নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছেন মার্কিন অভিবাসীরা, যাদের বড় একটি অংশই ভারতীয়।
তীব্র অভিবাসীবিরোধী হিসেবেই পরিচিত ট্রাম্প। দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হয়েই দেশটিতে অনুপ্রবেশ ও অভিবাসন রুখতে কড়া নীতি গ্রহণ করতে চলেছেন তিনি। ট্রাম্পের নীতির ফলে গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় থাকা মার্কিন অভিবাসীদের সন্তানরাও আগামী দিনে জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক হওয়ার সুযোগ পাবে না। রিপাবলিকান প্রার্থীদের নির্বাচনি ওয়েবসাইটে লেখা রয়েছে, দায়িত্ব নেয়ার প্রথম দিনেই এ বিষয়ক একটি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করবেন ট্রাম্প।
ট্রাম্পের নির্দেশিকায় যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পেতে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কিছু কড়া শর্ত, যেগুলোর প্রথম ধাপেই বাদ পড়বেন অবৈধ অভিবাসীরা।
সেই নির্দেশিকায় বলা থাকবে, শুধু আমেরিকায় জন্মেছে বলেই কোনও শিশুকে আর নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না। ওই সন্তানের মা-বাবার মধ্যে যেকোনও একজন যদি মার্কিন নাগরিক হয় তবে তাকে নাগরিকত্ব দেওয়া হবে।
অথবা বাবা-মায়ের যদি গ্রিন কার্ড বা স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি থাকে তবে তাদের সন্তানরা আগামী দিনে আমেরিকার নাগরিকত্ব পাবে।
সংবাদমাধ্যম টাইমস অফ ইন্ডিয়া বলছে, নতুন এই নীতির ফলে বিপাকে পড়বেন আমেরিকায় বসবাসকারী অভিবাসীরা। এর মধ্যে ভারতীয় অভিবাসী রয়েছেন কয়েক লাখ।
২০২২ সালের মার্কিন আদমশুমারি অনুযায়ী, আমেরিকায় বসবাসকারী ৪৮ লাখ ভারতীয়ের মধ্যে ১৬ লাখেরই জন্ম যুক্তরাষ্ট্রে। ট্রাম্পের নতুন নীতির মাপকাঠিতে, তাদের কেউই মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার যোগ্য নয়।

ইউক্রেন-গাজা যুদ্ধ বন্ধে ট্রাম্পের প্রতি আস্থা এরদোগানের

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান শুক্রবার বলেছেন, ইউক্রেন ও মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ বন্ধ করতে নতুন ট্রাম্প প্রশাসনের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় তার আস্থা রয়েছে।
বুদাপেস্টে এক শীর্ষ সম্মেলন শেষে দেশে ফেরার পথে তিনি সাংবাদিকদের সাথে এ কথা বলেন। আনাদোলু রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা জানায়, ট্রাম্পের যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচিত হওয়ার পর এরদোগান কূটনৈতিক সমাধানমুখী পদক্ষেপ আশা করছেন।
এরদোগান বলেন, বোমা, অস্ত্র এবং সংঘাত দিয়ে এই যুদ্ধ শেষ করা সম্ভব নয়; বরং কূটনীতি, আলোচনার মাধ্যমে শান্তির পথ উন্মুক্ত করা সম্ভব। সিরিয়ার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে কুর্দি গোষ্ঠীর প্রতি মার্কিন সমর্থন নিয়ে এরদোগান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা করতে চান। কুর্দি পিপলস প্রোটেকশন ইউনিটস (ওয়াইপিজি)-এর প্রতি মার্কিন সমর্থন তুরস্কের দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা শঙ্কার কারণ বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
তুরস্ক ওয়াইপিজিকে নিষিদ্ধ কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত মনে করে, যারা কয়েক দশক ধরে তুর্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে আসছে। এরদোগান বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, ট্রাম্পের সাথে সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা সমস্যাগুলো সমাধান করতে পারব।’
এরদোগান ইসরায়েলকে থামাতে ট্রাম্পের ভূমিকার প্রত্যাশা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, বাইডেন আমলের নীতি চলমান থাকলে অঞ্চলটিতে অচলাবস্থা আরও গভীর হবে এবং সংঘাত বাড়বে। এরদোগান বলেন, গাজা ও লেবাননের যুদ্ধে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করাটাই হবে শুরুর ভালো পদক্ষেপ। এছাড়াও ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের প্রচেষ্টায় তার অবিচল সংকল্পের প্রশংসা করেন এরদোগান।

গাজা নিয়ে নেতানিয়াহুর গোপন পরিকল্পনা ফাঁস করলেন সদ্য বরখাস্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী

আপনজন ডেস্ক: গাজা দখলে রাখার উদ্দেশ্যে সেখানে ইসরাইলের সামরিক বাহিনী রাখছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সাবেক ইসরাইলি প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এই অভিযোগ করেন। টাইমস অফ ইসরাইল জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইসরাইলি বন্দীদের পরিবারের সাথে কথা বলেছেন ইয়োভ গ্যালান্ট। এ সময় তিনি বলেন, গাজায় এখন সৈন্য রাখার কোনো দরকার নেই। তবুও প্রধানমন্ত্রী সেখানে সৈন্য রাখতে চাচ্ছেন। কারণ, তিনি সেখানে ইসরাইলের দখল বজায় রাখতে চান। আর এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তিনি নিজের নিয়ন্ত্রণেই রেখেছেন। তিনি আরো বলেন, বারবার বন্দীবিনিময় নিয়ে আলোচনা হয়। কিন্তু বিষয়টি সামনে এগোয় না। কারণ, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর। তিনিই সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন যে বন্দীবিনিময় চুক্তি হতে নাকি হবে না। এ বিষয়ে অন্য কারো সিদ্ধান্ত গৃহণের সুযোগ নেই।
এ সময় প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি বুঝিয়েও কোনো সুরাহা করতে পারেননি বলেও জানান তিনি।
সূত্রটি আরো জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় গ্যালান্টের বরখাস্ত কার্যকর হয়। তার পরিবর্তে পরবর্তী প্রতিরক্ষা প্রধান হয়েছেন ইসরাইল কাটজ। দেশটির সংসদ নেসেট নতুন এই প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে অনুমোদন করে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

এবার আস্থা ভোটের মুখোমুখি জার্মান চ্যান্সেলর

আপনজন ডেস্ক: জার্মানির মধ্য-বামপন্থি ঘরানার চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের ভাঙনের পর আস্থা ভোটের দাবি তুলেছেন দেশটির মধ্য-ডানপন্থি বিরোধী নেতা। বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্র্যাটিক ইউনিয়ন (সিডিইউ)-এর প্রধান এবং সাবেক চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মের্কেলের দলের নেতা ফ্রিডরিখ মের্জ শলৎজের আস্থা ভোটের সময়সূচি এগিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন। এর আগে বুধবার রাতে জরুরি সংবাদ সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডনারকে বরখাস্ত করার পর শলৎজ জানিয়েছিলেন যে, জানুয়ারিতে একটি আনুষ্ঠানিক আস্থা ভোটের আয়োজন করা হবে। যা মার্চ মাসে একটি আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি করবে। তবে বৃহস্পতিবার সকালে মের্জ বলেন, আস্থা ভোট জানুয়ারিতে আয়োজন করার কোনও কারণ নেই। শলৎজের তিন-দলীয় জোটকে ‘ট্রাফিক লাইট’ উল্লেখ করে মের্জ বলেন, ‘এই জোটের মেয়াদ শেষ’। মের্জ আরো বলেন, তার দল পার্লামেন্টে আস্থা ভোট আয়োজনের জন্য সর্বসম্মতভাবে শলৎজকে সময়সূচি এক সপ্তাহের মধ্যে এগিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছে। আস্থা ভোট অনুষ্ঠিত হলে জার্মান প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক-ভাল্টার স্টাইনমায়ার পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বিলুপ্তির সিদ্ধান্ত নিতে ২১ দিন সময় পাবেন। যা জানুয়ারির শেষের দিকে একটি নির্বাচনের পথ খুলে দিতে পারে। অর্থনৈতিক নীতিমালা নিয়ে তীব্র বিতর্ক জোটের মধ্যে ফাটলের মূল কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। ফ্রিডরিখ মের্জ জানান, সিডিইউ ও অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে বাজেট সংক্রান্ত বিষয়ে একমত হওয়ার চেষ্টা করছেন, তবে শলৎজের সরকারের দীর্ঘসূত্রিতা পরিস্থিতি জটিলতর করছে।
সিডিইউর বাভারিয়ান শাখার নেতা আলেকজান্ডার ডোব্রিন্ট বলেছেন, জার্মানির বর্তমান দুর্বল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও শিল্পখাতে সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের সঙ্গে এমন অশ্রদ্ধাশীল আচরণ করা যাবে না।
বিরোধীদল অলটারনেটিভ ফর জার্মানি (এএফডি) এখন জরিপে শলৎজের সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির (এসপিডি) চেয়ে সামান্য এগিয়ে রয়েছে। তারা দ্রুত নতুন নির্বাচনের দাবিতে সোচ্চার হয়েছে। এএফডি ও নতুন রক্ষণশীল বামপন্থি দল সারা ওয়াগেনকনেখট অ্যালায়েন্স (বিএসডব্লিউ) সম্প্রতি স্থানীয় নির্বাচনগুলোতে ভালো ফল করেছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০০মি.

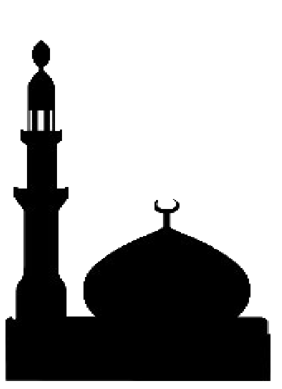

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.২৩	৫.৪৬
যোহর	১১.২৬	
আসর	৩.১৯	
মাগরিব	৫.০০	
এশা	৬.১৩২	
তাহাজ্জুদ	১০.৪১	

সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সংঘর্ষে পাকিস্তানে চার সেনার মৃত্যু

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সংঘর্ষে চার সেনার মৃত হয়েছে। ফগানিস্তানের সীমান্ত ঘেষা দক্ষিণ ওয়াজিরিস্তানে এ ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানের এই জনজাতি-প্রধান অঞ্চলের দুইদিকেই সীমান্ত আছে বলে তা সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ বিচরণক্ষেত্র বলে পরিচিত। পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর তরফ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, আফগানিস্তানের সঙ্গে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে সেনাদের সংঘর্ষ হয়।

বিপর্যয় অনিবার্য, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়া ক্ষমার অযোগ্য: বাইডেন

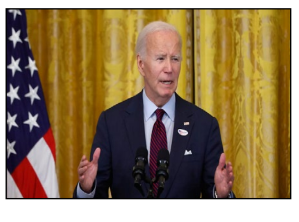

আপনজন ডেস্ক: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ফের বিজয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এর মধ্য দিয়ে দেশটির প্রায় আড়াইশো বছরের ইতিহাসে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে এক মেয়াদের বিরতিতে দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।
এদিকে ট্রাম্পের ঐতিহাসিক জয়কে ‘ন্যায্য’ ও ‘স্বচ্ছ’ বলে আখ্যা দিয়েছেন বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। একইসঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন তিনি।
বাইডেন বলেন, লড়াইয়ে হেরে গেছি। বিপর্যয় অনিবার্য, কিন্তু হাল ছেড়ে দেওয়া ক্ষমার অযোগ্য।
বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম ভয়েস অব আমেরিকা। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী জো বাইডেন ঘোষণা করেছেন– এক মেয়াদ বিরতির পর দ্বিতীয় দফায় চার বছরের মেয়াদে হোয়াইট হাউসের জন্য ট্রাম্পের জয় ‘ন্যায্য’ ও ‘স্বচ্ছ’ হয়েছে এবং আগামী বছরের ২০ জানুয়ারি শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হবে।
বাইডেন আরো বলেন, ট্রাম্প তার ভাইস প্রেসিডেন্ট কমালা হ্যারিসকে পরাজিত করেছেন এবং তিনি সেটি মেনে নিয়েছেন।

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডস হোল্ডার প্রতিষ্ঠান
DANBIR ACADEMY
দানবীর অ্যাকাডেমি
প্রথম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত
ভর্তি চলছে
শিক্ষাবর্ষ ২০২৫ ● আবাসিক বালক বিভাগ
স্বল্প খরচে সুশিক্ষার একটি আদর্শ পীঠস্থান
দুস্থ, এতিম ছাত্রের জন্য বিশেষ সুযোগ
আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নতির জন্য আমাদের ওপর নির্ভর করতে পারেন।
বাড়গড়চুমুক ● শ্যামপুর ● হাওড়া ● পিন-৭১১৩১২
✆ 9143076708 ✆ 8513027401

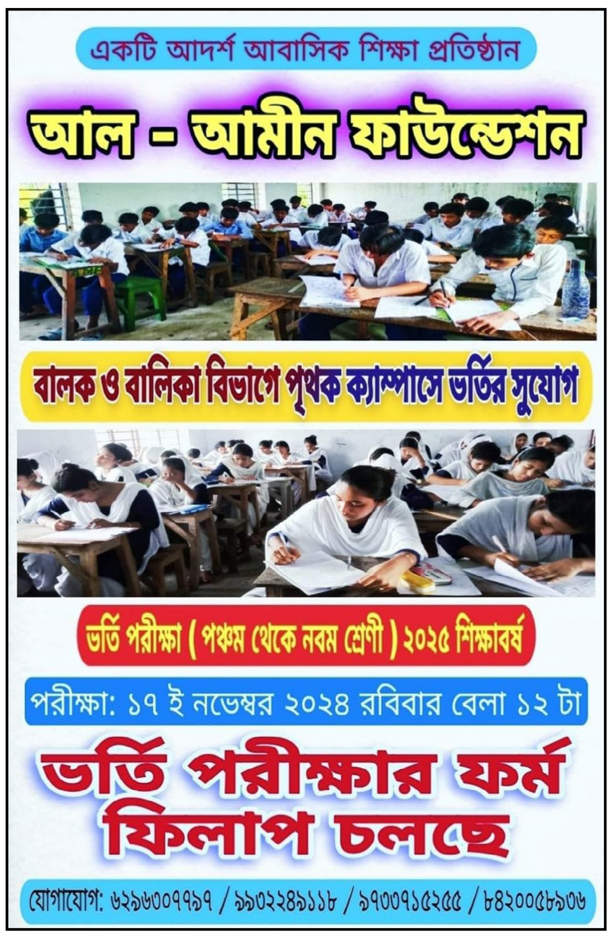
একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
আল - আমীন ফাউন্ডেশন
বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ
ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ
পরীক্ষা: ১৭ ই নভেম্বর ২০২৪ রবিবার বেলা ১২ টা
ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে
যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩০৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩০২ সংখ্যা, ২৪ কার্তিক ১৪৩১, ৬ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

রিজেন্ট হানিইটার

এক প্রজাতির পাখি হঠাত্ বোবা হইয়া গিয়াছে। পাখিটির নাম রিজেন্ট হানিইটার। আহা মধু যাহারা খায়, তাহারা কেন কণ্ঠহারা হইবে? পাখিরা তো কিচিরমিচির করিবে, গান গাহিবে। কবি বলিয়াছেন–‘একবার ভেবে দেখ ভেবে দেখ মন/ পৃথিবীতে পাখি কেন গায়।’

পাখি কেন গান গায়–ইহার ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা অনেক পূর্বেই দিয়াছেন। পাখিরা তাহাদের কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে তথ্যের আদানপ্রদান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বিপত্সংকেত, অনুরাগ, প্রেম এবং বংশবৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু কোনো এক প্রজাতির পাখি যদি গান গাওয়া ভুলিয়া যায়–তাহা হইলে ইহার নেপথ্য বিপদের ইতিহাস জানিতে হইবে। রিজেন্ট হানিইটার ছিল গায়ক পাখি। গবেষণায় বলা হইয়াছে, গান ভুলিয়া যাওয়ার কারণে তাহারা বিপন্নও হইয়া পড়িয়াছে। এখন প্রশ্ন হইল, গান ভুলিয়া যাওয়ার জন্য বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, নাকি বিপন্ন হইবার কারণে তাহারা গান ভুলিয়া গিয়াছে? এই প্রশ্নে পরিবেশ-প্রতিবেশের বিপন্নতার কথাই সকলের পূর্বে আসিবে। সেই দিকে ব্যাখ্যা করিবার মতো অনেক কিছুই রহিয়াছে। আমরা এই ক্ষেত্রে বুঝিয়া দেখিতে পারি, একটি প্রজাতি মূক বা বোবা হইয়া গেলে, কথা বলিতে ভুলিয়া গেলে কীভাবে তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিছুদিন পূর্বে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রিজেন্ট হানিইটার পাখির ব্যাপারে বলা হইয়াছে, এই পাখি একসময় দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় বিপুলসংখ্যায় বসবাস করিলেও এখন মাত্র তিন শতের ঘরে নামিয়া আসিয়াছে। সুতরাং স্পষ্টভাবেই তাহারা এখন পুরাপুরি নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়ার প্রহর গুনিতেছে। তাহা হইলে সমীকরণটি এইরকম দাঁড়াইল, কেহ যখন কথা বলিতে ভুলিয়া যায় তখন তাহারা বিপন্ন হইয়া পড়ে। কিংবা বলা যায়, বিপন্ন হইয়া পড়িলে কথা বলা ভুলিয়া যাইতে হয়। আর তখন তাহাদের বিলীন হইয়া যাওয়াটাও কেহ আটকাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন বলিয়াছেন–‘মধ্যদিনে যবে গান বন্ধ করে পাখি,/ হে রাখাল, বেণু তব বাজাও একাকী।’ তাই, তো; পাখি গান বন্ধ করিলে রাখাল তো বেণু বাজাইতেই পারে; কিন্তু এই বেণু বাজাইবার মতো রাখাল তো থাকিতে হইবে। তাহা না হইলে কবির কথা অনুযায়ী মধ্যদিনেই নামিয়া আসিবে শ্মশান নীরবতা।

এখন আমরা খুব সহজেই বুঝিতে পারি, কূজন কিংবা গানের মাধ্যমে পাখিরা যেইভাবে নিজেদের টিকাইয়া রাখে, সেই পাখিরাই যদি মূক হইয়া পড়ে, গান গাইতে ভুলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের অবস্থা রিজেন্ট হানিইটারের মতো হইবেই। মানবজীবনও কি একই রকম নহে? কোনো জাতি যদি তাহার কথা বলিবার ক্ষমতা হারাইয়া ফেলে, তবে তাহারা কি ক্রমশ বিপন্ন হইয়া পড়িবে না? কিংবা উলটা করিয়া বলিতে পারি, কোনো জাতি যদি অন্তঃসলিলার মতো তলে তলে বিপন্ন হইয়া পড়ে তাহা হইলে কি তাহারা কথা বলিবার ক্ষমতা ক্রমশ হারাইয়া ফেলিবে না? কোথাও যদি তৈরি হয় এমনই পরিবেশ, যেইখানে কথা বলার চাইতে চুপ থাকাটাই শ্রেয়–সেইখানে কি রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো মানুষও ক্রমশ মূক বা বোবা হইয়া যাইবে? আমাদের এইভাবে অনেক জিজ্ঞাসার মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে রিজেন্ট হানিইটার পাখি।

তাহা হইলে এত কিছু না ভাবিয়া আমরা কবিগুরুর ‘অনন্ত জীবন’ কবিতার মতো বলিতে পারি–‘অধিক করি না আশা, কীসের বিষাদ/ জন্মেছি দুদিনের তরে,/ যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে/ গান গাই আনন্দের ভরে।’ সুতরাং আমাদেরও বুঝিতে হইবে–সাড়ে তিন হাত মাটির নিচে সকলকেই যাইতে হইবে। যাহা মনে আসে, তাহার পথ রুদ্ধ করিয়া কী লাভ? বোবা থাকিয়াও কি খুব অধিক লাভ আছে? কথায় বলে–বোবার শত্রু নাই; কিন্তু মিত্রও তো নাই। বরং বোবায় আছে বিপন্নতা–রিজেন্ট হানিইটার পাখির মতো। সুতরাং রিজেন্ট হানিইটার পাখি হইতে শিখিবার আছে অনেক কিছু।

••••••••••••

ট্রাম্পের জয় কি রক্ষণশীল আমেরিকার প্রতিশোধ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবারও জয়ী হয়েছেন রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। এবারের নির্বাচনে ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি প্রান্তে তাঁর সমর্থন বাড়িয়েছেন। এমনকি প্রায় প্রতিটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে তাঁর সমর্থন এবার বাড়তে দেখা গেছে। ট্রাম্পের এই জয় কি শুধু তাঁর নিজের জয়, নাকি এটা যুক্তরাষ্ট্রের রক্ষণশীলদের জয়, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে লিখেছেন **জিয়াউদ্দিন চৌধুরী...**

রক্ষণশীল আমেরিকা দীর্ঘ ঘুমের পরে জেগে উঠেছে। মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে বাদ দিয়ে দু-দুবার অভিশংসিত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করে তাঁরা তাঁদের বলবান অবস্থান প্রমাণ করেছেন।

রক্ষণশীলদের এই ঘাঁটিতে কেবল রিপাবলিকানরাই নন, তথাকথিত স্বতন্ত্রদের একটি বিশাল অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।

তাঁরা এমন একজন অহমিকা আক্রান্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যিনি গত এক বছরে গলাবাজিতে কাউকে ছাড়েননি। যাঁদের তিনি অপছন্দ করেছেন বা যাঁরা তাঁর সমালোচনা করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার জন্য ন্যায্য বা অন্যায্য কোনো মন্তব্য করতে ছাড়েননি। হোয়াইট হাউসে ফিরে যাওয়ার লক্ষ্যে ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর বিরোধীদের উসকানি, আক্রমণ এমনকি ভয় দেখিয়েছেন। অবৈধ অভিবাসন, ভেঙে পড়া অর্থনীতি এবং আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়া থেকে শুরু করে দেশের বিপদের বিষয়ে তাঁর বানানো দাবি দিয়ে লাখ লাখ লোককে দলে আকৃষ্ট করার জন্য প্রতিটি উপায় অবলম্বন করেছিলেন।

তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলার অভিযোগ এবং নিজেকে জিঘাংসার শিকার হিসেবে চিত্রায়ণ দিনে দিনে তাঁর অনুগত ভক্তদের কাছ থেকে আরও সমর্থন তৈরি করেছে। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিটি ফেডারেল অভিযোগকে সম্মানের পদক হিসেবে নিয়ে ভোটারদের সহানুভূতি টানতে ব্যবহার করেছিলেন। সন্দেহ নেই, সফলও হয়েছেন।

কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প কি কেবল এসব কারণেই নিজের ভিত্তি এত প্রসারিত করে নির্বাচিত হয়েছেন? তিনি ইলেকটোরাল কলেজেই জয়ী হননি, ভোটারদের সহানুভূতি আদায়েও সফল হয়েছেন বলেই ৫২ শতাংশ জনপ্রিয় ভোট পেয়েছেন।

২০২০ সালের ৬ জানুয়ারি ইউএস ক্যাপিটলে আনুষ্ঠানিক ভোট গণনা ব্যাহত করার জন্য যে দাঙ্গা তিনি করিয়েছিলেন, তা কি ভোটারদের স্মৃতি থেকে মুছে গেছে? ভোটাররা কি গত দুই বছরে দায়ের করা ফৌজদারি ও দেওয়ানি মামলাকে ক্ষমা করেছেন? এর মধ্যে একটি মামলায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। তাহলে একজন নিন্দিত ব্যক্তির এই অভূতপূর্ব বিজয়কে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? ডোনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে অনেক নেতিবাচক আলোচনা আছে। সেগুলো নিয়ে কথা বলার আগে আসুন দেখা যাক ট্রাম্প কীভাবে তাঁর ভোটারদের ব্যাপ্তি বাড়ালেন। অর্থাৎ কোন কাজগুলো করে তিনি তাঁর নিজের ভোটারদের কাছে ইতিবাচক বলে প্রতিপন্ন হলেন, সেগুলো একটু একটু খুঁটিয়ে দেখা যাক।

TRUMP 24
OR BEFORE
MAGA
TRUMP
ULTRA EXTREME MAGA
MAKE AMERICA GREAT AGAIN
IN GOD ZEUS WE TRUST

২০২২ সালে প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৮ জনের বেশি রিপাবলিকান ভোটার (৮৫%) শ্বেতাঙ্গ ছিলেন। আর ডেমোক্রেটিক ভোটারদের মধ্যে ৬৪ শতাংশ ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। পিউ গ্লোবাল রিসার্চের মতে, শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের মধ্যে ৫৬ শতাংশ রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক ছিলেন। আর ৪১ শতাংশ ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির সঙ্গে। রিপাবলিকান পার্টিতে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের একটি বড় অংশ রক্ষণশীল। ফলে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনীত হওয়ার পরে দলের ভেতরে সমর্থনের জন্য তাঁকে আর পরিশ্রম করতে হয়নি। ট্রাম্পের নিজের রক্ষণশীল মনোভাব সেসব রক্ষণশীল ভোটারের মনের মতো হয়েছিল।

ট্রাম্পের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। দিনে দিনে তাঁর প্রতি বিভিন্ন রকম অভিযোগের হার বেড়েছে। কিন্তু এসবের ফলে ট্রাম্পের মর্যাদা এবং প্রার্থিতা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। চলতি বছরের মে মাসের শেষের দিকে পাবলিক ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের এক মতামত জরিপে দেখা গেছে, ৬৭ শতাংশ ভোটার বলেছেন যে ট্রাম্প অভিযুক্ত হয়ে জেলে গেলেও নভেম্বরে তাঁরা ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখবেন। এই জরিপের মধ্যে ৭৪ শতাংশ স্বতন্ত্র প্রার্থীও ছিলেন।

রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিতে রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করেছে। এটা তারা ঐতিহ্যগতভাবেই করে আসছে। এর মধ্যে রয়েছে পুঁজিবাদ এবং যেকোনো উদ্যোগে সরকারের সীমিত হস্তক্ষেপ। অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা ব্যক্তি ও সমাজের অর্থনৈতিক বিষয়ে ন্যূনতম সরকারি হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী।

■ রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতিতে রক্ষণশীলতাকে সমর্থন করেছে। এটা তাঁরা ঐতিহ্যগতভাবেই করে আসছেন।

■ রিপাবলিকান পার্টিতে শ্বেতাঙ্গ ভোটারদের একটি বড় অংশ রক্ষণশীল। ট্রাম্পের নিজের রক্ষণশীল মনোভাব সেসব রক্ষণশীল ভোটারদের মনের মতো হয়েছিল।

■ রক্ষণশীল আমেরিকান চিন্তাভাবনার ছাঁচে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে যে নারীরা দুর্বল এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা কম সক্ষম।

একে বলে লেসেজ-ফেয়ার অর্থনীতি। রক্ষণশীলেরা সাধারণত কর হ্রাস, জনসাধারণের জন্য সরকারি ব্যয় হ্রাস, সর্বক্ষেত্রে মুক্তবাজার অর্থনীতির ব্যবহার, বাজার বা অর্থনীতিতে কোনো ধরনের নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ না করা, বেসরকারীকরণ, ন্যূনতম সরকারি ঋণ এবং সুষম বাজেটকে সমর্থন করে।

সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলেরা ধর্মীয় মূল্যবোধ, ঐতিহ্যগত আচরণবিধি, গর্ভপাতের ওপর বিধিনিষেধ ইত্যাদি প্রচার করে। এসব রক্ষণশীল মূল্যবোধে ট্রাম্প হয়তো বিশ্বাস করেন বা করেন না। কিন্তু নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনৈতিক জীবন যাপন করেও দেশের রক্ষণশীলদের তিনি নিজের পক্ষে টানতে ব্যাপকভাবে সফল হয়েছেন।

এ-ও যেন এক প্রহসন। তিনি সুপ্রিম কোর্টে তাঁর মেয়াদে তিনজন রক্ষণশীল বিচারক নিয়োগ করেছেন। এই বিচারকেরা দেশে গর্ভপাত আইন বাতিল করেছেন। এর জন্য রক্ষণশীলদের কাছ থেকে তিনি প্রচুর কৃতজ্ঞতা পেয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর দলের নন, এমন রক্ষণশীলেরাও এর জন্য ট্রাম্পকে কৃতজ্ঞতা জানাতে কার্পণ্য করেননি।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারণার শীর্ষ তিনটি বিষয়ের পরই রয়েছে অভিবাসন। পিউ রিসার্চ জানিয়েছে যে ১০ জনের মধ্যে প্রায় ৯ জন রিপাবলিকান এবং রিপাবলিকান-মনোভাবাপন্ন স্বতন্ত্র (৯১%) মার্কিন মেক্সিকো সীমান্তে নিরাপত্তা বাড়ানোকে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছেন।

এঁদের মধ্যে ৭২ শতাংশ বলেছেন যে এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হওয়া উচিত। অবৈধ অভিবাসীদের বহিষ্কার, অবৈধ অভিবাসন ঠেকাতে মেক্সিকো সীমান্তে দেয়াল নির্মাণ এবং অভিবাসনে অন্যান্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আহ্বান জানিয়েছেন।

এ আহ্বান সব রিপাবলিকান ও রক্ষণশীলদের ট্রাম্পের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। ট্রাম্প অভিবাসীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে অভিবাসনকে গুলিয়ে ফেলে অবৈধ অভিবাসন বৃদ্ধির আশঙ্কা প্রকাশ করেন। বারবার তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে শুধু অবৈধ অভিবাসন নয়, মোটামুটি বিদেশিদের দেশে অভিবাসন ক্রমেই দেশের জাতিগত চিত্রকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যাচ্ছে।

এ হচ্ছে যত দূর ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে কেন ভোট পড়ল তার কিছু ব্যাখ্যা। এবার আসা যাক মার্কিন ইতিহাসে দ্বিতীয় নারী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে তিনি যে এমনভাবে হারিয়ে দিতে পারলেন, এর কারণগুলোর দিকে।

প্রথম এবং সর্বাগ্রে বাধা ছিল একটি প্রতীকী চ্যালেঞ্জ। জ্যাকসন কাটজ নামে একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং লেখক আছেন। তিনি পুরুষতন্ত্রের রাজনীতি সম্পর্কে লিখে থাকেন।

কাটজ বলেছেন যে একজন পুরুষ প্রেসিডেন্ট ঐতিহ্যগতভাবে পুরুষতান্ত্রিক উপায়ে জাতীয় পরিচয়ের সঙ্গে আবদ্ধ একটি ভূমিকা দখল করেছেন। একজন আমেরিকান প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন আমেরিকান সামরিক বাহিনীর কমান্ডার। রাষ্ট্রকে যদি একটি পরিবার ধরা হয়, তাহলে প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন সেই পরিবারের কর্তা।

একজন নারী যদি প্রেসিডেন্ট হন, তাহলে এই প্রথাগত ধারণা ভেঙে যায়। সন্দেহ নেই এই ছাঁচ ভাঙার চেষ্টা করলে যেকোনো নারীর জন্য পথটা হয়ে উঠবে জটিল। একজন রক্ষণশীল আমেরিকানের প্রচলিত ভাবমূর্তির সঙ্গে একজন নারী প্রেসিডেন্ট মানানসই নয়।

রক্ষণশীল আমেরিকান চিন্তাভাবনার ছাঁচে বাঁধা দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে যে নারীরা দুর্বল এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়গুলো পরিচালনা করতে পুরুষদের চেয়ে তাঁরা কম সক্ষম। অন্য কথায়, রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে একজন নারী খুব ঝুঁকিপূর্ণ বলেই রক্ষণশীলেরা মনে করেন। এ কারণেই ২০১৬ সালে ব্যর্থ হয়েছিলেন হিলারি ক্লিনটন।

আরেকটি কারণ আছে। এ কারণ হয়তো আজকের দিনে আমেরিকায় রাজনৈতিকভাবে বলা অনুচিত বলে অনেকে বলেন না। তা হলো রক্ষণশীলদের চিন্তা এখনো বর্ণবাদী। যদিও বর্ণবাদী চিন্তাকে পেছনে ফেলে এই যুক্তরাষ্ট্র ২০০৮ সালে বারাক ওবামাকে প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ হিসেবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। এবার সেই বর্ণবাদ কিছুটা হলেও সক্রিয় ছিল। বারাক ওবামা ছিলেন অর্ধেক শ্বেতাঙ্গ। এই অর্থে যে তাঁর মা ছিলেন শ্বেতাঙ্গ। কমলা হ্যারিস পুরোপুরি অশ্বেতাঙ্গ। তাঁর বাবা কৃষ্ণাঙ্গ, আর মা ভারতীয়। কথাটি নিয়ে অনেক তর্ক হতে পারে। তবে এটি কারণ হিসেবে একেবারে ফেলে দেওয়ারও উপায় নেই। ২০২৪ সালে ট্রাম্পের এই বিজয় নিয়ে আগামী দিনে আরও অনেক পণ্ডিত আরও বহুভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করবেন। কমলা হ্যারিসের পরাজয় নিয়েও আলোচনা হবে। বিজয়ীর নিজের বিজয় নিয়ে ব্যাখ্যা করার দরকার হয় না। ব্যাখ্যা দিতে হয় পরাজিতকে। তাঁর পরাজয়ের কারণ খুঁজতে হয়।

আমেরিকানদের একটি বড় অংশ তাঁদের চিন্তাভাবনায় রক্ষণশীল এবং ঐতিহ্যবাহী। তবে এই নির্বাচন, এর আগে হিলারি ক্লিনটনের পরাজয় বোধ হয় এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ রাখে না যে যুক্তরাষ্ট্র এখনো একজন নারীকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে পেতে প্রস্তুত নয়।

জিয়াউদ্দিন চৌধুরী সাবেক সরকারি ও বিশ্বব্যাংক কর্মকর্তা
সৌ: প্র: আ:

জেসন স্ট্যানলি

মার্কিন গণতন্ত্রের এই পরিণতিই তো হওয়ার কথা ছিল

মঙ্গলবার রাত থেকে আমার ফোনে একের পর এক টেক্সট মেসেজ আসছে। এসব মেসেজে জানতে চাওয়া হচ্ছে, কীভাবে এমটা ঘটল (যেহেতু আমার অনেক বন্ধু, সহকর্মী ও পরিচিতজন জানতেন, আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করেছিলাম, ডোনাল্ড ট্রাম্প এই নির্বাচনে সহজেই জিতবেন)।

প্রতিটি মেসেজের আলাদা জবাব না দিয়ে এই লেখায় বিস্তারিতভাবে আমি আমার ব্যাখ্যা দেব।

২৩০০ বছর ধরে, অন্তত প্লেটোর প্রজাতন্ত্র থেকে দার্শনিকেরা জানেন, কীভাবে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জনতুষ্টিবাদী নেতারা এবং দুঃশাসনের প্রতি আগ্রহী ব্যক্তিরা গণতান্ত্রিক নির্বাচনে জিতে থাকেন। প্রক্রিয়াটি সোজা এবং আমরা এখন সেটি বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি।

গণতন্ত্রে যে কেউ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। এমনকি যাঁরা সরকার পরিচালনা বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য একেবারেই অনুপযুক্ত, তাঁরাও অংশ নিতে পারেন।

ধারণা করি, রিপাবলিকান পার্টির পুরো সরকারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আমেরিকাকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করবে। ভবিষ্যতে হয়তো মাঝেমধ্যে অন্যদের ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকবে, কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাগুলো হবে, সেগুলো সম্ভবত আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে গণ্য হবে না।

কোনো ব্যক্তির সরকার পরিচালনার অনুপযুক্ত হওয়ার একটি স্পষ্ট চিহ্ন হলো মিথ্যা বলা, বিশেষ করে নিজেকে জনগণের শত্রুদের (বিদেশে এবং দেশের ভেতরে) রক্ষক হিসেবে উপস্থাপন করা।

আবেগকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে চান। প্লেটোর মতে, সাধারণ মানুষকে তাদের আবেগ উসকে দিয়ে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়, কারণ তারা যুক্তির চেয়ে আবেগকে বেশি গুরুত্ব দেয়। এভাবে তাদের ক্ষোভ বা ভয়কে কাজে লাগিয়ে কিছু নেতা নিজেদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে। এটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শনের একটি মৌলিক ধারণা। এই ধারণা থেকে আমরা বুঝতে পারি, গণতন্ত্রে মানুষের আবেগ ও প্রতিক্রিয়া অনেক বড় ভূমিকা পালন করে। আবেগকে কাজে লাগিয়ে সহজেই জনগণকে ভুল পথে পরিচালিত করা যায়।

VAC'S ENVELOPE

দার্শনিকেরা জানতেন, এই ধরনের রাজনীতি (যেখানে নেতারা মানুষের আবেগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসেন) সব সময় সফল হবে, এমনটা নয়। যেমন জ্যঁ-জাক রুশো বলেছেন, গণতন্ত্র তখনই সবচেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, যখন একটি সমাজে বৈষম্য দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় এবং অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, যখন সমাজে সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য খুব বেশি বাড়ে, তখন এই অসামঞ্জস্য ডেমাগগদের (প্রচারকদের) জন্য মানুষের ক্ষোভ এবং অবিশ্বাসকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরি করে দেয়। প্লেটো মনে করেন, এর ফলে গণতন্ত্রের পতন হতে পারে।

রুশো এই উপসংহারে পৌঁছেছিলেন, গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপক সমতা দরকার। যখন একটি সমাজে সবার জন্য সমান সুযোগ এবং সমতা থাকবে, শুধু তখনই মানুষের ক্ষোভ বা অবিশ্বাসকে সহজে ব্যবহার করা যাবে না। আজকের আমেরিকায় গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজনীয় সেই সঠিক সামাজিক-অর্থনৈতিক শর্তগুলোর অভাব রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র আজ তার বিরাট ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে। এটি সমাজের ঐক্য এবং মানুষের মধ্যকার সম্পর্ককে দুর্বল করে দিয়েছে এবং ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছে।

২৩০০ বছর ধরে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দর্শন এ কথাই বলেছে যে এমন পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র টিকে থাকতে পারে না। তাই ২০২৪ সালের নির্বাচনের ফলাফল যদি প্রত্যাশিত হয়, তবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কেউ প্রশ্ন করতে পারে, কেন এই ধরনের পরিস্থিতি এত দিন যুক্তরাষ্ট্রে ঘটেনি। এর প্রধান কারণ হলো, এত দিন রাজনীতিবিদদের মধ্যে একটি অঘোষিত চুক্তি ছিল যে তাঁরা সীমার বাইরে গিয়ে বিভাজনমূলক এবং সহিংস ধরনের রাজনীতিতে লিপ্ত হবেন না।

২০০৮ সালের নির্বাচনের কথা ধরুন। রিপাবলিকান প্রার্থী জন ম্যাককেইন সে সময় বারাক ওবামার জন্মস্থান নিয়ে বর্ণবাদী গতানুগতিক কথা বলতে পারতেন বা ষড়যন্ত্র তত্ত্বের আশ্রয় নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি এই পথে যাননি। বরং, তাঁর একজন সমর্থক ওবামাকে বিদেশে জন্মগ্রহণ করা একজন ‘আরব’ বলে প্রচার করার পর তিনি সেই সমর্থককে ভর্ৎসনা করেছিলেন। সে নির্বাচনে ম্যাককেইন হেরে যান। কিন্তু তাঁকে একজন সৎ ও নিষ্কলুষ আমেরিকান রাজনীতিবিদ হিসেবে স্মরণ করা হয়।

এটি ঠিক, আমেরিকান রাজনীতিবিদেরা নিয়মিতভাবেই নির্বাচনে জেতার জন্য সূক্ষ্মভাবে বর্ণবাদ এবং সমকামী বিদ্বেষকে ব্যবহার করে থাকেন; কারণ এটি কার্যকর একটি কৌশল।

তবে তাঁদের মধ্যে একটি অঘোষিত চুক্তি ছিল যে এই ধরনের রাজনীতি প্রকাশ্যে করা যাবে না। এটিকে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক টালি মেন্ডেলবার্গ ‘সমতার মানদণ্ড’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর অর্থ হলো, সরাসরি বর্ণবাদের ওপর ভর করা নিষিদ্ধ ছিল। তার বদলে এই ধরনের বার্তা গোপন উপায়ে, যেমন ইশারা ইঙ্গিতে প্রকাশ করতে হতো। সে সময় যদিও বর্ণবাদী এবং বৈষম্যমূলক মনোভাব রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হতো, কিন্তু তা প্রকাশ্যে নয় বরং ইশারার ভাষায় করা হতো। যখন সমাজে গভীর অসাম্য বা বৈষম্য থাকে, তখন এই লুকানো রাজনৈতিক কৌশল শেষ পর্যন্ত ততটা কার্যকর থাকে না, যতটা খোলামেলা বা স্পষ্ট রাজনৈতিক কৌশল হয়।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০১৬ সাল থেকে যা করেছেন তা হলো, তিনি পুরোনো সেই অঘোষিত চুক্তি বা নীতি ভেঙে দিয়েছেন। তিনি অভিবাসীদের ‘অপদার্থ’ এবং তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ‘ঘরের শত্রু’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই ধরনের খোলামেলা ‘আমরা বনাম তারা’ রাজনীতি স্বার্থ হাসিলে অত্যন্ত কার্যকর হতে পারে। অর্থাৎ, ট্রাম্পের মতো নেতারা যখন সরাসরি বিভেদমূলক ভাষায় কথা বলেন, তখন বুঝতে হবে এগুলো সমাজের অসন্তুষ্টি এবং বৈষম্যকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় যাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

প্লেটোর মতে, যেসব ব্যক্তি এই ধরনের প্রচারণার মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে, তারা শেষ পর্যন্ত অত্যাচারী শাসক হিসেবে রাজত্ব করবে। ট্রাম্প তাঁর প্রচারণায় যা বলেছেন এবং প্রথম মেয়াদে যা করেছেন, তার ভিত্তিতে প্লেটোর পূর্বাভাস আবারও সঠিক প্রমাণিত হতে পারে বলে আন্দাজ করা যায়।

ধারণা করি, রিপাবলিকান পার্টির পুরো সরকারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ আমেরিকাকে একদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করবে। ভবিষ্যতে হয়তো মাঝেমধ্যে অন্যদের ক্ষমতার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ থাকবে, কিন্তু যে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতাগুলো হবে, সেগুলো সম্ভবত আর সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হিসেবে গণ্য হবে না।

জেসন স্ট্যানলি ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক
সৌজন্যে: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট

প্রথম নজর

মহরাষ্ট্রে রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়ে বড়ঞার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু

সাবের আলি ● বড়ঞা

আপনজন:স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, অভাবের তাড়নায় মহারাষ্ট্রের মুম্বাইয়ে কাজে গিয়েছিলেন ওই গ্রামের জামিরুল শেখ(৩২)। সেখানে তিনি রাজমিস্ত্রির কাজে গিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার সেখানে একটি বাড়ি তৈরির সময় জলের চেম্বার থেকে জল তোলা হচ্ছিল। হঠাৎই অসাবধানতাবশত হুড়মুড়ি করে জলের চেম্বার এর মধ্যে পড়ে গেলে জখম হন। এরপর সহকর্মীরা দেখতে পেয়ে তড়িঘড়ি সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় তাঁকে। স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মহারাষ্ট্রের মুম্বাই থেকে সেই মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছেছে বড়ঞা থানার বেলডাঙা গ্রামে। মৃত্যু সংবাদ পেয়ে শোকগ্রস্থ গোটা পরিবার। মৃতের তিনটি নাবালক সন্তান রয়েছে। পরিবারের হাল ধরার মত আর কেউ নেই। মৃতের স্ত্রী পিঙ্কি বিবি বলেন, চার মাস আগে কাজে গিয়েছিলো। বৃহস্পতিবার আমাদের কাছে খবর আসে জলের চেম্বারে পড়ে মারা গেছে। আমি এখন কি করব? আমার তিনটে নাবালক সন্তান ছাড়াও দুই বৃদ্ধ বৃদ্ধা শশুর শাশুড়ি সহ মোট ছয়জন পরিবারে। উনি একমাত্র উপার্জনকারী ছিলেন। কিভাবে আমি এই নাবাল সন্তানদের খাওয়া-দাওয়া থেকে পড়াশোনা করাবো ভেবে পাচ্ছিনা।

মৃতার মা সিদ্দিকা বেগম বলেন, ছেলে আর এই পৃথিবীতে নেই। আমরা কিভাবে বেঁচে থাকব বুঝতে পারছি না। আমাদের সংসারে হাল ধরার মতো কেউ নেই। তাই সরকারের কাছে সাহায্য চাইছি। একটু সাহায্য পেলে খেয়ে পড়ে বেঁচে থাকতাম। না, হলে আমাদের অনাহারেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। মৃতার বাবা জাহিরুল শেখ বলেন, চার মাস আগে ছেলে মহারাষ্ট্রের মুম্বাই রাজমিস্ত্রি কাজে গিয়েছিল। হঠাৎ শুনি ছিলে জলে পড়ে মৃত্যু হয়েছে। এই সংসারে সেই একমাত্র উপার্জনকারী ছিল। কিভাবে আমাদের সংসার চলবে এক কাঠা জমি জায়গাও নেই।

প্রতিবেশিরা জানান, ভিন রাজ্যে পাড়ি দিয়েছিলো ওই যুবক পরিবারের হাল ফেরানোর জন্য। কিন্তু তাঁর আর বাড়ি ফেরা হল না। বদলে বাড়িতে পৌঁছল নিথর দেহ। শুক্রবার নিথর দেহ এসে পৌঁছয় বড়ঞা থানার বেলডাঙ্গা ফরাজীপাড়া গ্রামে। মৃতদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন প্রতিবেশী থেকে পরিবারের লোকজন। জামিরুল শেখ এর মৃত্যুতে বেলডাঙা গ্রামের শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

গোলাবাড়িতে তৃণমূল প্রার্থীর প্রচারে মন্ত্রীরা

GOLABARI PALLIMONGAL HIGH SCHOOL (H.S)
দাদপুর আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে
বিশাল জনসভা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

আপনজন: হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলাম এর সমর্থনে সভা হল শাসনে। বারাসাত দুই ব্লকের দাদপুর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে গোলাবাড়ি হাই স্কুলে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রে বিজেপি সরকারকে বেঁধে এদিন বক্তব্য রাখেন রাজ্য দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ও খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। পাশাপাশি তারা সিপিএম ওআইএসএফকে কটাক্ষ করেন। এদিন তৃণমূল প্রার্থী রবিউল ইসলাম বলেন আমার বাবার ফেলে যাওয়া অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পন্ন করতে আগামী ১৩ই নভেম্বর আমাকে ভোট দিয়ে দোয়া আশীর্বাদ করুন। বক্তব্য রাখেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, বারাসাত সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের আইএনটিটিইউসির সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, যুবনেতা সমিক রায় অধিকারী, বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, বারাসাত দুই ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি ইফতিকার উদ্দিন, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, দাদপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি আমিনুল ইসলাম, দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মনিরুল ইসলাম, উপপ্রধান আবদুল হাই সহ অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। সভাটি পরিচালনা করেন আসের আলী মল্লিক।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জয়নগর

আপনজন: শুক্রবার সমাজ সেবামূলক সংস্থা খোলা হাওয়ার তরফে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার সরবেড়িয়া বাজারে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষাসামগ্রী প্রদান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, কলকা প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণের অনুষ্ঠান হয়। থ্যালাসেমিয়া রোগী একরত্তি মৌমিতার জন্য একটি কোচিং সেন্টার, অঙ্কন ও কলকা প্রশিক্ষণ শিবির করা হয়েছে। খোলা হাওয়ার তরফে জাহানারা খাতুন জানান, এই সেন্টারের চল্লিশের বেশি শিশুকে পড়াশোনায় আগ্রহী করা, নিজেদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সমাজসচেতনতা বৃদ্ধির জন্যেই এই অনুষ্ঠান হয়। খোলা হাওয়ার আর

এক অন্যতম প্রধান আসিফ রেজা আনসারী বলেন, শিশুদের খাতা, পেনসিল, ইরেজার, সার্পনার, রংপেনসিল, কভার ফাইল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছে। কলকা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারির পাশাপাশি বিশেষভাবে আরও তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। সবার জন্যেই ছিল খাবারের বন্দোবস্ত। আগামী দিনেও পাশে থাকার আশ্বাস দেন খোলা হাওয়ার সদস্যরা।

ফণী ঝড়ে গৃহহীন বিধবা মহিলা, বাংলা আবাস যোজনায় নাম না থাকায় বিতর্ক

আজিজুর রহমান ● গলসি

আপনজন: মাথা গোঁজার একমাত্র আশ্রয়স্থল ভেঙে গেছে ২০১৯ সালের ফণী ঝড়ে। পাঁচ বছর ধরে গৃহহীন অবস্থায় রয়েছেন পূর্ব বর্ধমানের পারাজ গ্রামের পাল পাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণা পাল। নিজের গ্রাম ছেড়ে ভীন গ্রামে মেয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন তিনি। বারবার পঞ্চায়েতে গেছেন, সরকারি ঘরের জন্য আবেদনও করেছেন বিডিও অফিসে। কিন্তু পাঁচ বছর পার হলেও বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় তার নাম নেই। স্বামীর মৃত্যুর পর ভিটে ছেড়ে যেতে মন চাইলেও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অন্যের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। একটি বাড়ির আশায় দিন গুনছেন এই অসহায় বিধবা মহিলা।

স্থানীয় বাসিন্দা পিন্টু আচার্য্য জানান, কৃষ্ণা পালের স্বামী সত্যনারায়ণ পাল ২০০৮ সালে মারা যান। জমিজমা বলতে তেমন কিছু নেই, স্বামীর হাতে তৈরি মাটির বাড়িটিই ছিল তার শেষ সম্বল। কিন্তু ফণীর তাণ্ডবে সেই বাড়ি ভেঙে পড়ে। বর্তমানে তিনি গৃহহীন। পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান সাজাহান সেখের বক্তব্য, “উনি সত্যিই অসহায়। সরকারি ঘর পাবার যোগ্য। ২০১৮ সালের আবাস প্লাসে তার নাম ছিল না। ফণী ঝড়ের পর তার বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে বিডিও অফিসে তার নাম পাঠিয়েছিলাম।” এদিকে, সোমবার এক বৈঠকে বাংলা আবাস যোজনা থেকে বাদ পড়া নামগুলিকে খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। কৃষ্ণা পালের বিষয়টি জানানো হলে তিনি বলেন, “বিষয়টি একদম উচিত হয়নি। আমি বলবো মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। সেই চিঠির একটি কপি যেন আমাকে দেন। আমি দ্রুত ব্যবস্থা নেব।”

কৃষ্ণা দেবী দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, “খবর পেয়ে পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সাজাহান শেখ আমার বাড়িতে এসেছিলেন এবং বিষয়টি বিডিও অফিসে জানিয়েছিলেন। এরপর আমাকে বিডিও অফিসে ডাকা হয়েছিল। পাঁচ বছর হয়ে গেলেও আমি এখনও সরকারি প্রকল্পের ঘর পাইনি। কয়েক মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর ঘোষণার পর আমি আশা করেছিলাম। কিন্তু বর্তমান বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় আমার নাম নেই।”

কৃষ্ণা দেবীর জামাই সিন্থল হাজরা বলেন, “ঘর ভেঙে পড়ার পর শাশুড়ি পাশের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। খবর পেয়ে আমি তাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসি।”

পারাজ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সেখ মিরাজ জানান, “খবর পেয়েছি এলাকার কিছু নাম তালিকায় আসেনি। বিষয়টি বিডিও সাহেবকে জানাবো।”

জেলা শাসক আয়েশা রানী বলেন, “বিষয়টি নিয়ে গলসি ১ বিডিওর কাছ থেকে বিস্তারিত খোঁজ নিচ্ছি। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।”

বাড়ির গেটে সকেট বোমা উদ্ধার, আতঙ্ক

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: বাড়ির মেন গেটে বোমা উদ্ধার ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।এত দিন আম বাগান বাঁশ বাগানে বা কোথাও মাটিতে মজুত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে সকেট বোমা এবার একদম বাড়ির মেন গেটে উদ্ধার সকেট বোমা।ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার বাজিতপুর মালিথ্যাপাড়া এলাকায় বোমা উদ্ধারে চাঞ্চল্য। ঘটনায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ওই এলাকায়। বসবাস করার বাড়ির গেটের সামনেই বোমা উদ্ধার। বাজিতপুর মালিথ্যাপারা এলাকার রফিকুল সেখের বাড়ির গেটের সামনে বোমা উদ্ধার। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় গোটা এলাকায়।

পথশ্রীর হতশ্রী অবস্থা খোদ মন্ত্রীর এলাকায়

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● সাগর

আপনজন: পথশ্রীর হতশ্রী অবস্থা, খোদ মন্ত্রীর এলাকায়, দুর্নীতির অভিযোগে বিক্ষোভ মহিলাদের। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গঙ্গাসাগর,যে এলাকার মানুষ বর্তমান সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, আর সেই মন্ত্রীর সাগর ব্লকেই পথশ্রী প্রকল্পে রাস্তার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ক্ষোভ এলাকার মহিলাদের। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প পথশ্রী, মূল লক্ষ্য গ্রামের মাটি কিংবা ইটের রাস্তা গুলিকে কংক্রিটের রাস্তায় মুড়ে দেওয়া।দ: ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের গঙ্গাসাগরের রামকরচর অঞ্চলের অন্তর্গত হরিণ বাড়ি বালিকা বিদ্যালয় হইতে তড়িৎ মাইতি মোড় পর্যন্ত ১.১ কি. মি রাস্তায় কংক্রিটের সাইনবোর্ড লাগানো হয়েছে যার ব্যয় ৪১.৮৪. ৪৪. ০০. টাকা। কাজের শুরুর তারিখ ০৮/০৫/২০২৩ ও শেষের তারিখ ১৬/০৬/২০২৩ পোস্টার লাগানো হলেও গ্রামবাসীদের অভিযোগ তড়িৎ মাইতি মোড় পর্যন্ত রাস্তা কংক্রিট করা হয়নি, প্রায় ৫০০ থেকে ৬০০ মিটার আগে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, পোস্টার লাগানো হয়েছে তড়িৎ মাইতি মোড়। এখনো বেশ কিছুটা রাস্তা ইটের রয়েছে সেটুকুর ও বেহাল দশা, গ্রামবাসীদের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে হয় খুব সমস্যার মধ্যে তাই তাঁরা আজ এই রাস্তার দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখায়। এব্যাপারে জেলা পরিষদের সদস্য তৃনমূল কংগ্রেসের সন্দীপ পাত্র বলেন, যতটুকু টাকা ছিল কাজ হয়েছে বাকিটুকু পরে হবে। লোকেশন দেওয়া থাকলে পুরোটাই যে কাজ হবে তার কোন মানে নেই। বিরোধী দলের এক নেতা বলেন, শাসক দলের কাছে দুর্নীতি একমাত্র ভরসা।

নিউটাউনে মুর্শিদাবাদ ভবনের সূচনা

মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের উ
দাবাদ ভবন-এর শুভ

রহমতুল্লাহ ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর নিউটাউনে মুর্শিদাবাদ ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন, আজ থেকেই বিশেষ সুবিধাযুক্ত ভবনে থাকতে পারবেন মুর্শিদাবাদ জেলাবাসী। কলকাতার নিউ টাউনে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হলো মুর্শিদাবাদ ভবনের। শুক্রবার নিউটাউনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে মুর্শিদাবাদ ভবনের উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনী প্রক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলেন বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা, সাগরদিঘীর বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের বাসিন্দাদের জন্য কলকাতায় তৈরি করা হলো এই মুর্শিদাবাদ ভবন। উদ্বোধন হওয়ার পর থেকেই অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই সেই ভবনে থাকতে পারবেন জেলা বাসি। মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ সুবিধা যুক্ত এই মুর্শিদাবাদ ভবনের ফলে উপকৃত হবেন জেলাবাসী।

হাইকোর্টের নির্দেশে ভাটপাড়ায় হানা, হদিশ নকল তেল কারখানার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● ভাটপাড়া

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ভাটপাড়াতে হানা দিল পুলিশ। মুম্বাই হাইকোর্টের নির্দেশে ভাটপাড়া এলাকার স্থির পাড়া জগন্নাথ কলোনিতে হানা দেয় পুলিশ। জিতু ভার্মা নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ। ওই বাড়িতে একটি চক্র একটি নামি কোম্পানির মাথার নারকেল তেলের নকল তৈরি করছিল দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে নকল নারকোল তেলসহ সেই নামেই সংস্থার ডুপ্লিকেট ছিপি ও কন্টেনার আটক করে পুলিশ। শুধু তাই নয়, সেখান থেকে নামি কোম্পানির নকল নারকেল তেল তৈরির ছিপি ও কন্টেনার তৈরি মেশিন উদ্ধার হয়েছে। তদন্তে জানা গেছে, ওই একই কারখানা থেকে আরও একটি নামে কোম্পানির মাথায় ব্যবহার করার সুগন্ধ তেলের ছিপি ও কন্টেনার উদ্ধার হয়েছে। এই চক্রটি চালাচ্ছিল পাশ থেকে ৬ জন মিলে। দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে এই চক্রটি চলছিল। এই চক্রটি দুটি প্রসিদ্ধ সংস্থার ডুপ্লিকেট মাথার সুগন্ধ ও নারকেল তেল তৈরি করে রাজ্যের বিভিন্ন অত্যন্ত গ্রাম ও বিহারের বিভিন্ন জেলায় পাচার করা হত। কিন্তু তল্লাশির সময় এই চক্রের মূল পান্ডা জিতু ভার্মা পালিয়ে যায়। চক্রের অন্যান্যদের ধরতে শুরু হয়েছে জোর তল্লাশি।মুম্বাই হাইকোর্টের নির্দেশে তার বাড়ি দেওয়ালে পুলিশ লুক আউট নোটিশ লাগিয়ে দিয়েছে। এই অপরাধে পলাতক জিতু ভার্মাকে জামিন নিতে হলে মুম্বাই হাইকোর্টে আত্মসমর্পণ করতে হবে। ওই কারখানার যাবতীয় ডুপ্লিকেট নারকল এবং সুগন্ধ তেলের উপকরণ ও মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। চিকিৎসকদের মতে এই নকল তেল ব্যবহার করলে চুলের যেমন ক্ষতি হতে পারে তেমনি ত্বকেরও ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে যথেষ্ট। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় প্রত্যন্তর এলাকা গুলিতে এই ধরনের আরো চক্র আছে কিনা তা জানতে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ বিভিন্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করেছে।

প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম সমিতির বর্ধিত সভা হাওড়ার কান্ট্রি ক্লাবে

PROGRESSIVE NURSING HOME AND HOSPITAL ASSOCIATION
Reg. No.
PNHA
Shot on motorola edge
Susanta

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● হাওড়া

আপনজন: রাজ্যের প্রগ্রেসিভ নার্সিংহোম অ্যান্ড হসপিটাল অ্যাসোসিয়েশন রাজ্যজুড়ে বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। স্বাস্থ্যসাথীসহ বিভিন্ন প্রকল্পের রূপায়নে এই সংগঠনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হাওড়ার সাঁতরাগাছির কান্ট্রি ক্লাবে সংগঠনটি তাদের সদস্যদের নিয়ে এক বর্ধিত সভার আয়োজন করে, যেখানে মালদা, মুর্শিদাবাদ, দিনাজপুর, কলকাতা, বর্ধমান, মেদিনীপুরসহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে সাড়ে ছ'শোর বেশি নার্সিংহোম মালিক উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে বিশদে আলোচনা করা হয়।

সংগঠনের ট্রাস্ট রেজিস্ট্রেশনের পাশাপাশি, নতুন করে সোসাইটি রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পি. এন.এ.এইচ-এর রাজ্য চেয়ারম্যান শে হাওড়ার আলহাজ উদ্দিন, রাজ্য সম্পাদক কানাইলাল দাস, এবং কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্যসহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিরা। নতুন সোসাইটি কমিটি ঘোষণা করা হয় এবং ভবিষ্যতের রাজ্য সম্মেলনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম ও স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে আরও উন্নত করার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সংগঠনের রাজ্য চেয়ারম্যান বলেন, “সময়ের প্রয়োজন মেনে আমরা সোসাইটি রেজিস্ট্রেশন করছি। কিছু গোষ্ঠী আমাদের নিয়ে মিথ্যা প্রচার চালাচ্ছে, কিন্তু আইনজীবী নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য স্পষ্ট করে বলেন, এই ট্রাস্ট কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি নয়; এটি সম্পূর্ণরূপে পাবলিকের জন্য।”

চণ্ডীতলায় উদ্ধার হল তিন কিলো রূপো

সেখ আবদুল আজিম ● হুগলি

আপনজন: গত অক্টোবর মাসে হুগলি গ্রামীন পুলিশের চন্ডীতলা থানা তে একটি অভিযোগ দায়ের হয়েছিল শিয়াখালার এক ব্যবসায়ীর থেকে ছয় কিলো রূপো চুরি যায় আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে এবং তারপরে তদন্ত নামে পুলিশ এবং উদ্ধার হল। প্রেস কনফারেন্স একথা জানান গলি গ্রামীন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কৃশাণূ রায়, এসডিপিও তমাল সরকার, চন্ডীতলা থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার ইনচার্জ জয়ন্ত পাল প্রমুখ।

বুদ্ধ হাসপাতাল

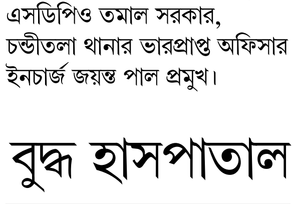

আপনজন: শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট সোসাইটির উদ্যোগে কঠিন চীবর দানোৎসব ও শান্তিনিকেতন গৌতম বুদ্ধ হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হল শুক্রবার।

অনির্দিষ্টকালের জন্য সোমবার থেকে ভেসেল বন্ধ রাখবেন কর্মীরা

আসিফা লস্কর ● সাগর

আপনজন: দুই দফা দাবি কে সামনে রেখে আগামী সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগমের জলপথের সমস্ত শাখার শ্রমিকেরা। মূলত তাদের দাবি সরকারের সহোষিত বেতন পরিকাঠামো চালু ও ঠিকাদারি প্রথা বাতিল ও সকল কর্মীকে সংস্থার নিজস্ব চুক্তিতে নিয়োগ এই দাবীকে সামনে রেখেই আগামী সোমবার থেকে সমস্ত জলপথে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কর্মীরা। আর এই বিষয় নিয়েই গঙ্গাসাগর সহ বিভিন্ন জায়গায় যেখানে জলপথের মাধ্যমে যাতায়াত করতে হয় সেই সমস্ত জায়গায় নোটিশ দিয়ে জানানো হয়েছে ইতিমধ্যেই। মূলত কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর যেতে গেলে লর্ড নাম্বার এইট হয়ে কচুবেড়িয়া ঘাটে পৌঁছাতে হয় অন্যদিকে আরও বেশ কিছু জায়গায় এই ভাবেই যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম এই ভেসেল পরিষেবা আর সেখানে সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল কর্মীরা। মূলত তাদের দাবি এই বিষয় নিয়ে একাধিকবার প্রশাসন থেকে শুরু করে সরকারকে জানানোর পরেও শুধুমাত্র আশ্বাস মিলেছে কোন সুরাহা মেলেনি তাই

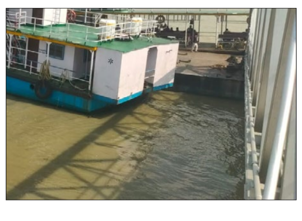

অগত্যা সোমবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল ভেসেল কর্মীরা। অন্যদিকে সোমবার সপ্তাহের প্রথম কর্মব্যস্ত তার দিনে এইভাবে ভেসেল পরিষেবা বন্ধ হয়ে গেলে অনেকটাই অসুবিধা সম্মুখীন হবে নিত্য যাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ। এ বিষয়ে ভেসেলের এক কর্মী অসিতকুমার দাস তিনি জানান, বহুবার রাজ্যের ভূতল পরিবহন দপ্তরের জানিয়েও কোনো রকম সদুত্তর আমরা পাইনি। বাধ্য হয়েই আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য ভেসেল পরিষেবা বন্ধ রেখে আন্দোলনে পথ বেছে নিয়েছি। আমরা জানি যাত্রীদের অনেক অসুবিধা হবে কিন্তু। কিছু করার নেই আমাদের দাবি যতক্ষণ না পর্যন্ত রাজ্যের পরিবহন দপ্তর না মানছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন চলবে। এ বিষয়ে এক নিত্যযাত্রী তিনি জানান, রাজ্যের বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ সাগর যাতায়াতের একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে ভেসেল পরিষেবা।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

উপনির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন পাহাড়ে

সমীর দাস ● কলকাতা

আপনজন: আগামী ১৩ তারিখ রাজ্যে ৬টি কেন্দ্রে বিধানসভা উপনির্বাচন। পাহাড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থা মোটেই স্বস্তিদায়ক নয়। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী বার বার পাহাড়ে গিয়ে জনসংযোগ বাড়াতে চাইছেন। নবান্ন সূত্রে জানা যাচ্ছে, আগামী ১১ নভেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দার্জিলিং পৌঁছনোর কথা। এবার প্রথম দার্জিলিংয়ে এসে সরস মেলার উদ্বোধন করবেন তিনি। এই সরস মেলা হচ্ছে পঞ্চায়েত দফতরের উদ্যোগে। ম্যালের চৌরাস্তায় টানা ১১ দিন ধরে তা চলবে। ১২ নভেম্বর সরস মেলার উদ্বোধন করবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রাজ্যের নানা প্রান্তের হস্তশিল্পীরা এই মেলায় যোগ দেবেন। তাছাড়াও ওখানে এসেই জিটিএ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি বলে সূত্রের খবর। একথা ঠিক পাহাড়ে মুখ্যমন্ত্রীর কোনো রাজনৈতিক সভা নেই। কিন্তু তিনি এভাবেই জনসংযোগ বাড়িয়ে উপনির্বাচনে তার ডিভিডেন্ট নিতে চাইছেন। উত্তরবঙ্গের সিতাই এবং মাদারিহাট কেন্দ্রে উপনির্বাচন আছে। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রীর পাহাড় সফর বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যদিও তিনি উপনির্বাচনের প্রচারে যাচ্ছেন না। কিন্তু পাহাড় থেকে সমতল সবক্ষেত্রের মানুষের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে। তখনই মানুষের মাধ্যমে দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে কিছু কথা বলতে পারেন। ইতিমধ্যে নতুন সাজে শেষে উঠেছে পাহাড়। আরও জানা যাচ্ছে, দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলা প্রশাসনের সঙ্গেও বৈঠক করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিখোঁজ শিক্ষকের দেহ বাংলাদেশ তুলে দিল বিএসএফকে

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অবশেষে নিখোঁজ শিক্ষকের মৃতদেহ বাংলাদেশের তরফে তুলে দেয়া হল বিএসএফ ও পুলিশের হাতে। সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে এদিন বিকেলে পরিবারের লোকেদের হাতে তুলে দেয়া হয় মৃতদেহ।

উল্লেখ্য, গত সোমবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন সুকান্ত চক্রবর্তী(৩৯)। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট শহরের পাওয়ার হাউস এলাকার বাসিন্দা সুকান্ত পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ সীমান্তের আত্রেয়ী নদী থেকে তাঁর মৃত দেহ উদ্ধার হয়।

পরবর্তীতে তাঁর পরিবারের লোকেরা মৃত দেহটি চিহ্নিত করতে পারলেও আইনি জটিলতার কারণে গতকাল দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হয়নি। অবশেষে এদিন ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের তরফে সমস্ত আইনি জটিলতা কাটিয়ে হিলি থানার পুলিশ ও বিএসএফের উপস্থিতিতে ভাতশালা সীমান্ত দিয়ে মৃত শিক্ষকের পরিবারের লোকেদের হাতে মৃতদেহ তুলে দেয়া হয়।

অন্যদিকে, সুকান্তের মৃত্যুকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রহস্য।

কয়েকদিন নিখোঁজ থাকার পর কিভাবে বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হল তা নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। যদিও তাঁর পরিবারের লোকেরা খুনের অভিযোগ তুলেছেন। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে।

মেসি ২০২৬ বিশ্বকাপ খেলবে বিশ্বাস আগুয়েরোর

আপনজন ডেস্ক: খেলোয়াড়দের বয়স হলে তাদের শুনতে হয় কবে অবসর নিচ্ছেন তিনি। তবে লিওনেল মেসির ক্ষেত্রে ভিন্ন কিছু ঘটছে। ৩৭ বছর বয়সী মহাতারকা ক্যারিয়ারের গোধূলিলগ্নে পৌঁছালেও তাকে বেশি শুনতে হচ্ছে ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন কি না। কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে এমনটিই জানিয়েছেন মেসি। ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক বলেছিলেন, ‘সত্যটা আমি জানি না (২০২৬ বিশ্বকাপে খেলব কি না)। তবে অনেক প্রশ্ন শুনতে হয় এ নিয়ে, বিশেষ করে আর্জেন্টিনায়।’ বিশ্বকাপ খেলা না খেলা সময়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছেন মেসি। শরীর ভালো থাকলে চিন্তা করতে পারেন সেই সাক্ষাৎকারে এমনটিই জানিয়েছেন সাবেক বার্সেলোনা ও পিএসজির প্লে মেকার। মেসির মনে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও তার বন্ধু সার্জিও আগুয়েরোর মতে, ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবে মেসি। প্রত্যাশার কথা ইএসপিএন ১২ কে জানিয়েছেন আগুয়েরো। ম্যানচেস্টার সিটি ও আর্জেন্টিনার সাবেক স্ট্রাইকার বলেছেন, ‘আমি মনে করি ২০২৬ বিশ্বকাপে থাকবে মেসি। সে নিজের যত্ন নেবে। লিও সব সময় যেমন ছিল অবশ্যই তেমনটা থাকবে না। তবে তাকে কিছু ফ্রি কিক আর অ্যাসিস্ট দেন, ঠিকই গোল এনে দেবে। সে শারীরিকভাবে সেখানে যেতে পারে। যদি সে চায় তবে করবেই। কারণ সে খুব ভালো করে নিজের যত্ন নিতে পারে।’ এখন দেখার বিষয় দুইয়ে দুইয়ে চার হয় কি না! না হলেও কোনো আক্ষেপ থাকবে না মেসির। আজন্ম স্বপ্ন, কাতার বিশ্বকাপেই পূরণ করেছেন ৮ বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী। এখন শুধু মনের আনন্দে নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার পালা তার।

হিজাজির সঙ্গে ঝামেলা অস্কারের, ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্সে আনোয়ারের পার্টনার কে?

আপনজন ডেস্ক: আইএসএল-এ টানা ছয় ম্যাচে হার। তবে এএফসি চ্যালেঞ্জার্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল ওঠা কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ দিচ্ছে। আর এমন সময়ই মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে কলকাতা ডার্বি খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। তবে কোচ অস্কার ব্রুজোর সঙ্গে ডিফেন্ডার হিজাজি মাহেরের কথা কাটাকাটি পরিস্থিতি কিছুটা সমস্যায় ফেলেছে লাল-হলুদকে। এর জেরেই ডিফেন্সে বদল আনার কথা ভাবছেন অস্কার। সেই কারণেই হয়তো শনিবারের ডার্বিতে তিন বিদেশিতে শুরু করতে পারেন তিনি। বুধবার পর্যন্ত হিজাজি মাহেরকে প্রথম একাদশে রেখে দল নামানোর পরিকল্পনা থাকলেও, হয়তো ছক বদলাতে চলেছেন ব্রুজো। হিজাজির খেলা একেবারেই মনে ধরছে না লাল-হলুদ হেড কোচের। তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার পরিকল্পনাও রয়েছে টিম ম্যানেজমেন্টের। এরই মাঝে বুধবার অনুশীলনে কোচ তাঁর ভুল ধরিয়ে দেওয়ায়, হিজাজির আচরণ টিম ম্যানেজমেন্ট ভাল চোখে দেখেনি। অনুশীলনে দেখা যায় হিজাজিকে শুরুতে খেলালেও, পরে তাঁকে সরিয়ে জিকসন সিংকে সেই জায়গায় দীর্ঘক্ষণ অনুশীলন করান ব্রুজো। শুধু তাই নয় তাঁর সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাও বলেন তিনি। তাই মনে করা হচ্ছে আনোয়ার আলির সঙ্গে জিকসনকেই জুড়ে দিতে চলেছেন অস্কার। দলের তিন বিদেশি হতে পারেন সউল ক্রেসপো, মাদিহ তালাল এবং দিমিত্রিয়াস ডিমানতাকোস। বৃহস্পতিবারের অনুশীলন শুরুর আগে প্রায় আধ ঘন্টা টিম মিটিং করেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ব্যারেটো পরের বছরই কোচিং কেরিয়ার শুরু ব্যারেটোর, চিরশত্রু ইস্টবেঙ্গল দিয়ে শুরু করবেন কাজ? ডার্বিতে আনোয়ারের পাশে কে? শুরুতে ফিজিক্যাল ট্রেনিং করানো হলেও, সেটা খুব বেশি সময়ের জন্য ছিল না। তারপরেই টিম কম্বিনেশনের অনুশীলনে চলে যান ব্রুজো। এক ঘন্টা মত চুটিয়ে অনুশীলন করেন সৌভিক, নন্দকুমাররা। বৃহস্পতিবারের অনুশীলনে প্রধানত একটি বা দুটি পাস গেলে দ্রুত সতীর্থ ফুটবলারদের পাস দেওয়ার অনুশীলন করান রুজো। তাঁকে বারবার বলতে শোনা যাচ্ছিল বল বেশিক্ষণ হোল্ড করা যাবে না, বরং সেটি সতীর্থকে পাস দিতে হবে। এছাড়া লাল-হলুদ সমর্থকদের জন্য খুশির খবর হল সম্পূর্ণ ফিট রয়েছেন দলের গোলরক্ষক প্রভসুখন সিং গিল। তাই তিনি যে গোলের তলায় থাকবেন তা এখনই বলে দেওয়াই যায়।

কুলতলিতে রাত্রিকালীন মিনি ফুটবল প্রতিযোগিতা

বাবলু হাসান লস্কর ● কুলতলীলি

আপনজন ডেস্ক: ১৮তম বর্ষের ১৬ দলের রবার বল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার কুলতলি ব্লকের গোপালগঞ্জ অঞ্চলের ফিশারির মোড়ে। এই রবার বল প্রতিযোগিতা আইপিএলের মতো এই খেলা শুরু হয়। যেখানে ১০ হাজারের অধিক মানুষ জনের সমাগম হয়। ৮ই নভেম্বর সন্ধ্যায়। আর এই খেলার উদ্বোধনে দেখা গেল কুলতলির বিধায়ক গনেশচন্দ্র মন্ডল এছাড়া উপস্থিত ছিলেন কুলতলির একাধিক জন প্রতিনিধি সহ এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবীদের। এ বিষয় নিয়ে কমিটির কর্মকর্তারা রফিকুল সরদার জানান দক্ষিণ ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত এলাকায় আমরা প্রতিবছরের ন্যায় এই অনুষ্ঠান করে থাকি এবং এলাকার মানুষদের মনোরঞ্জন করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই অনুষ্ঠান।

বাংলাদেশ–ভারত কানপুর টেস্টের আউটফিল্ড আইসিসির রেটিংয়ে ‘অসন্তোষজনক’

আপনজন ডেস্ক: কানপুরের গ্রিন পার্ক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টটি খেলেছে ভারত। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবরের সেই ম্যাচের বেশির ভাগ সময় ভেসে গিয়েছিল বৃষ্টিতে। যেটুকু সময় খেলা হয়েছে, আউটফিল্ড খুব একটা ভালো ছিল না। মাঠটির আউটফিল্ড আইসিসির থেকে পেয়েছে ‘অসন্তোষজনক’ রেটিং। ফলে ভেন্যুটি ১ ডিমেরিট পয়েন্ট পেয়েছে।
ম্যাচের প্রথম দিন খেলা হয়েছে মাত্র ৩৫ ওভার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কোনো খেলাই হয়নি। যদিও ম্যাচের তৃতীয় দিনে খেলার জন্য বরাদ্দ সময়ে কোনো বৃষ্টি হয়নি। বৃষ্টির কারণে আড়াই দিনের বেশি সময় খেলা না হলেও ম্যাচটিতে ৭ উইকেটে জেতে ভারত। প্রথম ইনিংসে বাংলাদেশকে তারা অলআউট করে দেয় ২৩৩ রানে, দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশ করতে পারে ১৪৬ রান। ভারত টি–টোয়েন্টির গতিতে ব্যাটিং করে ৩৪.৪ ওভারে ২৮৫ রান তুলে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে। পরে জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ৯৮ রান পেরিয়ে যায় তারা ১৭.২ ওভারে, মাত্র ৩ উইকেট হারিয়ে।
২০২৪–২৫ মৌসুমে ভারত আর যে চারটি ভেন্যুতে টেস্ট খেলেছে, এর মধ্যে নিউজিল্যান্ড সিরিজের তিনটি বেঙ্গালুরু, পুনে ও মুম্বাই ‘সন্তোষজনক’ রেটিং পেয়েছে। চেন্নাইয়ের এমএ চিদাম্বরম পেয়েছে ‘খুব ভালো’ রেটিং।
একই দিনে আইসিসি রেটিং দিয়েছে পাকিস্তান–ইংল্যান্ড সিরিজের ভেন্যু দুটিরও। মুলতানে প্রথম টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৫৫৬ রান করেও ইংল্যান্ডের কাছে ইনিংস ও ৪৭ রানে হারে পাকিস্তান। পরে দ্বিতীয় টেস্টে মুলতান ও তৃতীয় টেস্টে রাওয়ালপিন্ডিতে স্পিন–সহায়ক উইকেট বানিয়ে দুই ম্যাচেই ইংল্যান্ডকে হারিয়ে সিরিজ জেতে তারা। এই দুই টেস্টে ইংল্যান্ডের ৪০ উইকেটের সবকটিই নিয়েছেন পাকিস্তানের স্পিনাররা। তবে দুটি ভেন্যুই ‘সন্তোষজনক’ রেটিং পেয়েছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলে ওয়ানডেকে বিদায় জানাবেন নবী

আপনজন ডেস্ক: অনেক তো হলো, আর কত! বয়স ৪০ চলছে। আগামী ফেব্রুয়ারি–মার্চে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় ৪০ পেরিয়ে যাবে। সেই টুর্নামেন্টে খেলেই ওয়ানডেকে বিদায় জানাবেন আফগানিস্তানের তারকা অলরাউন্ডার মোহাম্মদ নবী।
গতকাল রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (এসিবি) পোস্ট করা একটি ভিডিওতে নবী নিজেই এ ঘোষণা দেন। পরে ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকবাজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন এসিবির প্রধান নির্বাহী নসিব খান।
২০০৯ সালে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে ওয়ানডে অভিষেক হয় নবীর। আফগান ক্রিকেটের বেড়ে ওঠা ও অনেক উত্থান–পতনের সাক্ষী এই অলরাউন্ডার ১৫ বছরে খেলেছেন ১৬৫টি ওয়ানডে। করেছেন ৩৫৪৯ রান, নিয়েছেন ১৭১ উইকেট। এই সংস্করণে আফগানিস্তানের শীর্ষ রানসংগ্রাহক ও শীর্ষ উইকেটশিকারি–দুই তালিকাতেই তাঁর অবস্থান দুইয়ে।
শারজায় গত বুধবার সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে বাংলাদেশের বিপক্ষে আফগানিস্তানের ৯২ রানের জয়েও বড় অবদান রেখেছেন নবী। ব্যাটিং বিপর্যয় থেকে দলকে উদ্ধার করার পথে খেলেছেন ৭৯ বলে ৮৪ রানের ইনিংস। এরপর নিয়েছেন নাজমুল হোসেনের উইকেট। বাংলাদেশের অবিশ্বাস্য পতনের শুরু সেখান থেকেই।
ওয়ানডে থেকে নবীর অবসরের খবর নিশ্চিত করে ক্রিকবাজকে নসিব খান বলেছেন, ‘হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর নবী ওয়ানডে থেকে অবসরে যাচ্ছে। বোর্ডকে সে তার ইচ্ছার কথা জানিয়েছে। আমাকেও কয়েক মাস আগে জানিয়েছে, চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর সে তার ওয়ানডে ক্যারিয়ার শেষ করতে চায়। আমরা ওরা সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।’
২০১৯ সালে বাংলাদেশের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্ট জিতে এই সংস্করণকে বিদায় জানান নবী। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি দিয়ে অবসরে যাবেন ওয়ানডে থেকেও। তবে আফগানিস্তানের হয়ে টি–টোয়েন্টি খেলে যাবেন।
খুব সম্ভবত ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দিয়ে এই সংস্করণকেও বিদায় জানাবেন–এমনটাই মনে করছেন নসিব খান, ‘আমি বুঝতে পারছি চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পর সে টি–টোয়েন্টি ক্যারিয়ারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। এখন পর্যন্ত এটাই তার পরিকল্পনা।’
আফগানিস্তান ক্রিকেটের ইতিহাস অনেকেরই জানা। একটু বয়স্ক কেউ কেউ চোখের সামনে সবকিছু দেখেছেন আর নবী সেই ইতিহাসই খেলতে খেলতে দেখেছেন।
আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোনো একক খেলোয়াড় তাঁর দেশকে এভাবে এগিয়ে নিতে পারেননি, যেমনটি আফগানিস্তানের জন্য নবী করেছেন–এমন মনে করেন অনেকেই। সবচেয়ে বেশি ৪৫টি দলের বিপক্ষে জয়ের বিশ্ব রেকর্ডটা তাঁরই দখলে।
নবীর ছেলে হাসান এইশাখিলও পেশাদার ক্রিকেটার। এ বছর আফগানিস্তানের হয়ে অনূর্ধ্ব–১৯ বিশ্বকাপে খেলেছেন এইশাখিল। সর্বশেষ গত আগস্টে খেলেছেন ঘরোয়া টি–টোয়েন্টি লিগে।
কে জানে, বাবা–ছেলেকে ২০২৬ টি–টোয়েন্টি বিশ্বকাপে একসঙ্গে খেলতেও দেখা যায় কি না! নবী নিজেও ছেলের সঙ্গে আফগানিস্তানের হয়ে খেলার স্বপ্ন অনেক দিন হলো দেখে আসছেন।

আজ প্রথমবার দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল এফসি এবং নবাগত মহামেডান এসসি মুখোমুখি

মারুফা খাতুন ● কলকাতা

আপনজন: দীর্ঘদিনের প্রতিপক্ষ ইস্ট বেঙ্গল এফসি এবং নবাগত মোহামেডান এসসি শনিবার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে (আইএসএল) প্রথমবারের মতো একে অপরের মুখোমুখি হবে, উভয় ক্লাবই উল্লেখযোগ্য ১০০১ তম ম্যাচে জয় নিশ্চিত করতে এবং পুনরুজ্জীবিত করতে আগ্রহী। প্রথমবার এই দুটি দল, যারা বহু বছর ধরে কলকাতা লিগ এবং আইএফএ শিল্ডে বহুবার লড়াই করেছে, ২০২৪-২৫ মরসুমে কঠিন শুরুর মুখোমুখি হয়েছে, মোহামেডান ছয়টি ম্যাচে একটি জয় এবং একটি ড্র পেয়েছে, যেখানে ইস্টবেঙ্গল সবকটি হেরেছে। এখন পর্যন্ত ছয়টি খেলা হয়েছে। তারা পয়েন্ট টেবিলে যথাক্রমে ১২ তম এবং ১৩ তম স্থান দখল করে আছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের মরসুমের প্রাথমিক পয়েন্টগুলি সুরক্ষিত করা এবং এই মেয়াদে তাদের প্রচেষ্টা চালানোর জন্য একটি গতি প্রতিষ্ঠা করা। ইস্টবেঙ্গল এফসি প্রধান কোচ অস্কার ব্রুজন জোর দিয়েছিলেন যে তার দলকে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং রক্ষণাত্মক পরিবর্তনের সময় তীক্ষ্ণ থাকতে হবে। “খেলাটি জাতীয় গুরুত্ব বহন করে।” ব্রুজন বলেছেন, “চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে আমাদের কৌশল, বিশেষ করে যখন আমরা প্রতিরক্ষামূলক ট্রানজিশনের সময় দখল স্বীকার করি, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।” মোহামেডান এসসি ঘরের বাইরে যথেষ্ট দক্ষতা দেখিয়েছে। যদি তারা ইস্টবেঙ্গল এফসি-এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, তবে প্রতিযোগিতার ইতিহাসে বেঙ্গালুরু এফসি এবং এটিকে-কে অনুসরণ করে, প্রতিযোগিতার ইতিহাসে তাদের প্রথম তিনটি অ্যাওয়ে ম্যাচে দুটি জয় নিশ্চিত করা তৃতীয় দল হবে। মোহামেডান এসসি-এর প্রধান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ এই দায়িত্বের জন্য শুধুমাত্র প্রতিরক্ষা লাইনের উপর নির্ভর না করে সম্মিলিত প্রতিরক্ষার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছেন। একতা সম্পর্কে ১১ জন খেলোয়াড় একসাথে উচ্চ চাপ প্রয়োগ করছে।

চ্যাম্পিয়নস ট্রফি: ভারতে হাইব্রিড মডেলের খবর, পাকিস্তান বলছে ‘ভিত্তিহীন’

আপনজন ডেস্ক: ভারতের বার্তা সংস্থা প্রেস ট্রাস্ট অব ইন্ডিয়ার (পিটিআই) খবর সত্যি হলে ২০২৫ আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ‘হাইব্রিড’ মডেলেই হচ্ছে। কিন্তু পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম সামাটিভি বলছে, হাইব্রিড মডেলের খবর ভিত্তিহীন। খেলা হবে পাকিস্তানেই। ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির অফিশিয়াল আয়োজক পাকিস্তান। ভারত টুর্নামেন্টটি খেলতে পাকিস্তানে যাবে কি না, তা অনিশ্চিত হলেও পিসিবি (পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড) চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিজেদের দেশেই আয়োজন করতে চায়। সে জন্য ম্যাচ খেলে সেদিনই ভারতের ক্রিকেট দলকে দেশে ফেরার প্রস্তাবও দিয়েছে পিসিবি। এমনকি ভারতের দর্শকদের দ্রুত ভিসার ব্যবস্থা করার আশ্বাসও দিয়েছেন পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি। কিন্তু সূত্র মারফত পিটিআই জানিয়েছে, ভারতের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি হাইব্রিড মডেলে আয়োজন করতে চায় পিসিবি। আগের অবস্থান থেকে সরে এসে ভারতের ম্যাচগুলো দুবাই ও শারজায় খেলাতে চায় পিসিবি। তবে সামাটিভির খবরে একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে বলা হয়, পাকিস্তান হাইব্রিড মডেলের কথা ভাবছে না। সূত্রটি বলেন, ‘চ্যাম্পিয়নস ট্রফি শুধু পাকিস্তানই আয়োজন করবে। ভারতের ম্যাচ দুবাই ও শারজায় হওয়ার খবর ভিত্তিহীন।’ ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই) এর আগে জানিয়েছে, পাকিস্তান সফরের বিষয়ে তারা সরকারের যেকোনো নীতিগত সিদ্ধান্ত মেনে নেবে। রাজনৈতিকভাবে বৈরি সম্পর্ক এবং নিরাপত্তার কারণে ২০০৮ মুম্বাইয়ে সন্ত্রাসী হামলার পর আর কখনো পাকিস্তান সফর করেনি ভারত ক্রিকেট দল। তবে আইসিসির টুর্নামেন্টে মুখোমুখি হয় দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। গত বছরের এশিয়া কাপও হয়েছে হাইব্রিড মডেলে। বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালে শেষ পর্যন্ত ভারতের ম্যাচগুলো শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়। পাকিস্তানে আয়োজন করা হয় টুর্নামেন্টের শুরুর দিকের ৪টি ম্যাচ। গত মাসে ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি) ইঙ্গিত দিয়েছিল, ভারত ক্রিকেট দল এবারের চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে খেলতে পাকিস্তানে না গেলে টুর্নামেন্টটি ‘হাইব্রিড মডেলে’ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দুবাই ও শারজায় ভারতের খেলার সম্ভাবনা নিয়ে পিটিআইকে পিসিবির একটি সূত্র বলেছে, ‘পিসিবি মনে করে ভারতের সরকার (ভারত ক্রিকেট দলকে) পাকিস্তান সফরের ছাড়পত্র না দিলেও সূচিতে কিছুটা সমন্বয়ের সুযোগ থাকছে। দুবাই ও শারজায় ভারতের ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা আছে।’ ক্রিকেটের নিয়ন্ত্রক সংস্থা আইসিসি কোনো দেশের ক্রিকেট বোর্ডকে তাদের সরকারের নীতিমালার বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে পারে না। চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে ভারত পাকিস্তানে যাবে কি না, সে বিষয়ে বিসিসিআই আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো কিছু জানায়নি। ওদিকে পিসিবি আগামী সপ্তাহের মধ্যে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচি ঘোষণা করতে তাগাদা দিচ্ছে আইসিসিকে। আগামী সপ্তাহে লাহোর সফরে যাবেন আইসিসির কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সেই সূত্র আরও বলেছে, ‘কয়েক মাস আগে যে অস্থায়ী সূচি পাঠানো হয়েছে, সেটা নিয়ে আইসিসির সঙ্গে আলোচনা করেছে পিসিবি। তারা চায় ১১ নভেম্বর (চ্যাম্পিয়নস ট্রফির জন্য) একই সূচি ঘোষণা করা হোক। আইসিসিকে তারা বলেছে, বাজেট সংশোধন করে বিকল্প পরিকল্পনা যেহেতু প্রস্তুত আছে, তাই অস্থায়ী সূচি প্রকাশে দেরি করা অর্থহীন।’
বিসিসিআই পাকিস্তানে দল পাঠাবে কি না, তা নিশ্চিত করতে আইসিসিকেও তাগাদা দিয়েছে পিসিবি। আগামী বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে টুর্নামেন্টটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। সূত্র বলেছে, ‘সরকারের অনুমতি পাওয়া কিংবা পাকিস্তানে দল পাঠাবে না-এ বিষয়ে বিসিসিআইয়ের কাছে লিখিত চায় পিসিবি।’

নেইমারের সবুজ সংকেত সান্তোসের, আল হিলাল চায় রোনাল্ডোকে, খবর স্প্যানিশ পত্রিকার

আপনজন ডেস্ক: এক বছরের বেশি সময় পর চোট কাটিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন নেইমার। কিন্তু তাঁর সে ফেরা খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। মাঠে নেমে ফের চোটে পড়ে ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের জন্য ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। চোটের সঙ্গে নেইমারের এই লড়াইয়ের মধ্যেই খবর আসে, তিনি চলতি মৌসুম শেষে ফিরে যাবেন শৈশবের ক্লাব সান্তোসে। নেইমারের সান্তোসে ফেরার বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলেন ক্লাবটির সহসভাপতি ওসভালদো নিকো। নেইমারের সান্তোসে ফেরা নিয়ে এক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে নিকো তখন বলেছিলেন, ‘নেইমার জুনে সান্তোসে আসবে। আমাদের মধ্যে এই আলাপ হয়েছে।’ এরপর অবশ্য সেই খবর চাপা পড়ে আরেকটি নতুন খবরে। নেইমার বাড়ি কিনেছেন মায়ামিতে, ফলে ইন্টার মায়ামিতে লিওনেল মেসি এবং লুইস সুয়ারেজের সঙ্গে যোগ দিতে পারেন তিনি! তিন বন্ধুর জোটবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছিলেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও।
তবে সম্প্রতি স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম স্পোর্তের একটি খবর বলছে, নেইমার সৌদি ক্লাবটিকে নিয়ে খুশি নন। ফলে সান্তোসকে এরই মধ্যে সবুজ সংকেত দিয়ে দিয়েছেন তিনি। এই খবর সত্যি হলে দুই বছরের চুক্তি শেষে আগামী মৌসুমে ব্রাজিলে ফিরতে যাচ্ছেন নেইমার। ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক দিয়েগো দান্তাস অবশ্য আরও চমকপ্রদ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলছেন, মৌসুম শেষে নয়, আল হিলাল হয়তো জানুয়ারিতেই নেইমারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে যাচ্ছে। তেমনটা হলে একটু আগেভাগেই নতুন ক্লাবের সন্ধান করতে হবে নেইমারকে। এদিকে স্পোর্ত এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে নেইমারের বিকল্প হিসেবে আল হিলাল কাকে কিনতে চায়, সেই নামও প্রকাশ করেছে। সংবাদমাধ্যমটির খবর অনুযায়ী, নেইমারের বিকল্প হিসেবে আল হিলাল নাকি প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাব আল নাসর থেকে ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোকে নিয়ে আসতে চায়। এই খবরগুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে সামনের দিনগুলোতে সৌদি ফুটবলের দলবদলে যে নতুন চমক দেখা যাবে, সেটা বলাই যায়।

নামী, তবে দামি নয়
নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন
ডিজিটাল প্রিন্টেড আলমারি
নন-প্রিন্টেড কালার আলমারি
RIMEX
We Make Furniture For Needs
ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
Since 2011
প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজ কল্যাণ সংস্থা
নাবাবীয়া মিশন
প্রাথমিক বিভাগ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক
মাইনান, খানাকুল, হুগলী -৭১২৪০৬
ADMISSION OPEN
বালক ও বালিকা আলাদা ক্যাম্পাস
আলহাজ্ব মোস্তাক হোসেন (প্রধান পৃষ্ঠপোষক, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ নুরুল হক - আই.এ.এস (চেয়ারম্যান একাডেমিক কাউন্সিল, নাবাবীয়া মিশন)
সেখ সাহিদ আকবার (সাধারণ সম্পাদক, নাবাবীয়া মিশন)
২০২৫ শিক্ষাবর্ষে তৃতীয় শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রবেশিকা পরীক্ষার ফর্ম দেওয়া চলছে।
(Online + Offline)
পরীক্ষার তারিখ - ৩ / ১১ / ২০২৪
রবিবার বেলা - ১২ টা
ফর্ম প্রাপ্তিস্থান - মিশন অফিস
www.nababiamission.org
Mob. 9732381000 / 9732086786

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**